৫১০৪৪

ডিসেম্বর ২০২৫, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪৩২

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

চালু হলো 'ই-ডেস্ক'

ই-ডেস্ক

নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১) পদে পদোন্নতি

বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন ১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১) পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মোঃ আমজাদ হোসেন খুলনায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে সহকারী পরিচালক পদে তিনি যোগ দেন। তিনি মতিঝিল অফিসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন।

চাকরিজীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা অফিস, বরিশাল অফিস, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্ট, কৃষি ঋণ বিভাগ, ব্যাংকিং বিভাগ, আইন বিভাগ, জাইকা সহায়তাপুষ্ট এসএমএপি প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক রেজল্যুশন ডিপার্টমেন্টের পরিচালক মোহাম্মদ জহির হোসেন ১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

মোহাম্মদ জহির হোসেন ১৯৯৯ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। তিনি ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন ও ভিজিলেন্স ডিপার্টমেন্ট, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট, ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি, ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট, দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) এ দায়িত্ব পালন করেন।

মোহাম্মদ জহির হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ হতে সম্মানসহ মাস্টার্স এবং পরবর্তীতে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিংয়ে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি দি ইন্সটিটিউট অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ (আইবিবি) হতে ডিএআইবিবি ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যাংকিং ডিপ্লোমা প্রথম পর্ব পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করায় আইবিবি হতে ইস্টার্ন ব্যাংক স্বর্ণ পদক ও বাংলাদেশ ব্যাংক রৌপ্য পদক অর্জন করেন। পেশাগত দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০১২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড (স্বর্ণপদক) লাভ করেন। তিনি ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল অব ফাইন্যান্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, জার্মানি এবং বিআইবিএম কর্তৃক আয়োজিত সিইআরএম এবং ডিএফআই ও ফ্লেচার স্কুল, টাফ্স ইউনিভার্সিটি, ইউএসএ কর্তৃক আয়োজিত সিডিএফপি, আইআইপিএস, ডিএফআইএসসহ বিভিন্ন উচ্চতর পেশাগত সার্টিফিকেশন কোর্স সম্পন্ন করেন। সুপারভিশন, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ও ডিজিটাল ফাইন্যান্স বিষয়ে তার বিভিন্ন গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। তিনি নোয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার সহধর্মিনীও একজন ব্যাংকার। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক কন্যা ও পুত্র সন্তানের জনক।

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা সম্পাদক**
  কাকলী জাহান আহ্‌মেদ

- **সম্পাদক ও প্রকাশক**
  সাঈদা খানম

- **বিভাগীয় সম্পাদক ও সদস্য**
  মহুয়া মহসীন
  আয়েশা-ই-ফাহমিদা খাতুন
  আজিজা বেগম

- **গ্রাফিক্স**
  ইসাবা ফারহীন

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের পরিচালক মামুনুর রহমান ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। এর আগে তিনি ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্টের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মামুনুর রহমান ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ, কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমি এবং খুলনা অফিসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ/শাখায় দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদানের পূর্বে তিনি আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি ও পূবালী ব্যাংক পিএলসিতে কর্মরত ছিলেন।

তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯০ সালে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও ১৯৯২ সালে আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়াও দি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ (আইবিবি) হতে ডিএআইবিবি সনদ অর্জন করেন। মামুনুর রহমান ২৫ অক্টোবর ১৯৬৯ তারিখে খুলনা শহরের বাবু খান রোডে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা শেখ মারুফার রহমান এবং মাতা ফরিদা আখতার (লুসি)। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই কন্যা সন্তানের জনক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নতুন মাইলফলক চালু হলো 'ই-ডেস্ক'

ই-ডেস্ক

দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়ন এবং কাগজের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে চালু হয়েছে ডিজিটাইজড নথি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার 'ই-ডেস্ক'। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে এই আধুনিক সিস্টেমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এসময় আরও ছিলেন ডেপুটি গভর্নর, নির্বাহী পরিচালক, পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে 'ই-ডেস্ক'-এর উদ্বোধন ঘোষণা করেন গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার, ড. মোঃ হাবিবুর রহমান ও মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী । এছাড়া নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের পরিচালকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সিস্টেমটি চালুর ক্ষেত্রে কারিগরি ও প্রশাসনিক সমন্বয়ের বিষয়গুলো তদারকি করেন আইসিটি ডিপার্টমেন্ট এবং মানবসম্পদ বিভাগ-১-এর কর্মকর্তাবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংককে একটি আধুনিক ও স্মার্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে 'ই-ডেস্ক' প্রবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর ফলে দাপ্তরিক কাজে দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস পাবে, পেপারলেস অফিসের দিকে আমরা আরও একধাপ এগিয়ে যাব। তিনি সিস্টেমটি যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পেশাদারিত্ব বজায় রাখার নির্দেশনা দেন।

ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নোট প্রস্তুতকরণ, উপস্থাপন এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ অনলাইনভিত্তিক করার মাধ্যমে ডিজিটাল রূপান্তরের এক নতুন অধ্যায় শুরু হলো। প্রাথমিকভাবে প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগে এটি চালু করা হয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে সকল শাখা অফিসে সম্প্রসারণ করা হবে।

ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতো একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে নথি ব্যবস্থাপনা একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ। এই প্ল্যাটফর্মটি নথির সুরক্ষা নিশ্চিত করবে এবং ফাইল খুঁজে বের করার প্রক্রিয়াকে সহজ করবে। ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী বলেন, মূলত প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, জবাবদিহি বাড়ানো এবং দ্রুততম সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ সুগম করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান জানান, সিস্টেমটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের কাজের সক্ষমতা বাড়াবে।

ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশনস টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট (আইসিটি) এবং হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ যৌথভাবে ই-ডেস্ক সফ্টওয়্যারটি ডেভেলপ করে। অতিরিক্ত পরিচালক (আইসিটি) হাসান আল মামুন, ফিরোজ মাহমুদ ইসলাম, মোঃ জাকিউল আলম সরকার এবং উপপরিচালক (আইসিটি) বেলাল হোসেন ও ত্বাওছুন আখতারী সফ্টওয়্যারটি ডেভেলপের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে পরিচালক পর্যায় পর্যন্ত সকল নিস্পত্তিযোগ্য নোট 'ই-ডেস্ক'-এর মাধ্যমে সম্পাদন শুরু হয়। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ পরীক্ষামূলক প্রক্রিয়া চলে। ২০২৬ থেকে সকল পর্যায়ের নোট প্রস্তুত ও অনুমোদন বাধ্যতামূলকভাবে এই সফ্টওয়্যারের মাধ্যমেই নিষ্পত্তি হবে বলে উল্লেখ করা হয়। প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগ, সেল ও ইউনিটে কর্মরত উপসহকারী পরিচালক এবং তদূর্ধ্ব সকল কর্মকর্তার জন্য ইতোমধ্যে ব্যক্তিগত ইউজার আইডি প্রস্তুত করা হয়েছে।

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি
SAMMILITO ISLAMI BANK PLC
সম্মিলিত শক্তিতে সমৃদ্ধ আগামী

দেশের প্রথম রাষ্ট্রমালিকানাধীন শরীয়াহ্ভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যাংক 'সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি' এর লাইসেন্স প্রদান অনুষ্ঠানে (১ ডিসেম্বর ২০২৫) প্রধান অতিথি হিসেবে গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর উপস্থিত ছিলেন

পরিচালক পদে পদোন্নতি

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ শহীদ রেজা ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। মোঃ শহীদ রেজা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ হতে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে মার্কেটিংয়ে এমবিএ এবং থাইল্যান্ডের এআইটি হতে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে প্রফেশনাল মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০০৩ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন।

সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, ফরেক্স রিজার্ভ ও ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, কৃষি ঋণ বিভাগ এবং বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। দাপ্তরিক কাজের অংশ হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ-কর্মশালা ও সভায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি থাইল্যান্ডে অবস্থিত এশিয়া প্যাসিফিক রুরাল অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অ্যাসোসিয়েশনে সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সাতক্ষীরা জেলার পলাশপোল গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোঃ রায়হানুল ইসলাম ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ২০০৩ সালে তিনি সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে (বিএফআইইউ) দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে তিনি একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকেও কর্মরত ছিলেন।

ড. মোঃ রায়হানুল ইসলাম ভারতের একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে সম্মানসহ স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (এআইটি) থেকে ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সে প্রফেশনাল মাস্টার্স এবং চীনের বেইজিং থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। পেশাগত দায়িত্বের অংশ হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক এটিএম কামরুল কবীর ভূঞা ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি প্রকৌশলে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ব্যাংকিং বিষয়ে এমবিএ করেন। তিনি জাপান সরকার প্রদত্ত JDS Scholarship এর আওতায় University of Tsukuba, Japan হতে Environmental Policy বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। জার্মানির Frankfurt School of Finance & Management এর অধীনে Certified Expert in Risk Management সনদ অর্জন করেন। তিনি ২০০৩ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন।

সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট, বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ, আইপিএফএফ প্রজেক্ট সেলে দায়িত্ব পালন করেন। দাপ্তরিক কাজের অংশ হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ-কর্মশালা ও সভায় অংশগ্রহণ করেন।

বিজয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক,
প্রধান কার্যালয়ে আলোকসজ্জা

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য লেখা আহ্বান

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স বিষয়ে নিবন্ধ, গল্প এবং ভ্রমণ বিষয়ক লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে নিবন্ধ ১০০০-১২০০, ভ্রমণ ১০০০-১২০০ ও গল্প ৭০০-১০০০ শব্দসীমার মধ্যে চলতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে লেখা পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : পরিচালক, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১০০০। এছাড়া ই-মেইলে লেখা পাঠানোর ঠিকানা : aziza.begum@bb.org.bd

গভর্নরের সিলেট অফিস পরিদর্শন

গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর সিলেট অফিস পরিদর্শন করছেন

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর ২৬-২৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সিলেট সফর করেন। ২৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে সিলেট অফিসের প্রশিক্ষণ হলে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। নির্বাহী পরিচালক খালেদ আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নরের উপদেষ্টা মোঃ আহসান উল্লাহ। সভায় সিলেট অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম হালনাগাদ করার ফলে ব্যাংকিং খাতের প্রকৃত চিত্র প্রকাশিত হচ্ছে। গভর্নর বলেন, এজেন্ট ব্যাংকসমূহে ৫০% নারী নিয়োগ নিশ্চিত করতে ব্যাংকগুলোকে উৎসাহিত করা হচ্ছে, যাতে নারী কর্মীরা সর্বস্তরের নারীদের ব্যাংকিং সেক্টরে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। ডিজিটাল লেনদেনে উৎসাহিত করতে বাংলা QR কোডভিত্তিক ট্রেড লাইসেন্সের প্রচলন, ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারে বাধা কমানো এবং টাকা পে-কে আন্তর্জাতিক কার্ডের সাথে কো-ব্র্যান্ডিংয়ের মতো উদ্যোগের কথা তিনি উল্লেখ করেন। তদারকি কাঠামোতে পরিবর্তন এনে ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে Risk-Based Supervision (RBS) চালুর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রচলিত সংখ্যানির্ভর রিপোর্টের পরিবর্তে এখন থেকে গুণগত বিশ্লেষণধর্মী রিপোর্ট প্রণয়ন করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংককে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে গভর্নর সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান। পরে তিনি সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরসহ নানা দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গভর্নরের উপদেষ্টা মোঃ আহসান উল্লাহ দেশের ব্যাংকিং খাতের বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের জন্য গৃহীত উদ্যোগ ও আর্থিক খাত সংস্কারের জন্য গৃহীত কার্যক্রমের উপর আলোকপাত করেন। মতবিনিময় সভায় সভাপতি এবং সিলেট অফিসের নির্বাহী পরিচালক খালেদ আহমদ সমাপনী বক্তব্য রাখেন। আঞ্চলিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সিলেট অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী সচেষ্ট থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

যুগ্ম পরিচালক সিতাংশু শেখর রায়ের উপস্থাপনায় সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিলেট অফিসের পরিচালক আবদুস সালাম মাহমুদ। যুগ্ম পরিচালক হুমায়রা জাহান রুপু সিলেট অফিসের ইতিহাস এবং সার্বিক কার্যক্রমের উপর একটি তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন। সভায় সিলেট অফিসের পরিত্যক্ত ঘোষিত এনেক্স ভবনের স্থানে পরিকল্পনাধীন নতুন ভবন নির্মাণের বিষয়ে অতিরিক্ত পরিচালক ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাগণ প্রেজেন্টেশন সেশন পরিচালনা করেন।

এর আগে গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী নিবাস ও সিলেট অফিস চত্বরে বৃক্ষরোপণ করেন এবং সিলেট অফিসের পরিত্যক্ত ঘোষিত এনেক্স ভবনটি পরিদর্শন করেন।

পিএসডির উদ্যোগে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান বক্তব্য রাখছেন। এসময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, ডিভিশন-৩ (ওভারসাইট) এর উদ্যোগে পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী (পিএসও), মোবাইল আর্থিক সেবা (এমএফএস) ও পরিশোধ সেবাদানকারী (পিএসপি) প্রতিষ্ঠানের স্বমূল্যায়ন সম্পাদন শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ কামরুল ইসলামের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান। কর্মশালায় পরিশোধ কার্যক্রমে নিয়োজিত ২৯টি প্রতিষ্ঠানের ৬১ জন কর্মকর্তা এবং ডিভিশন-৩ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান জাতীয় অর্থনীতিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে পরিচালিত পরিশোধ ব্যবস্থাসমূহের (বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ, ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ বাংলাদেশ, রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট) পটভূমি ও গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, আমরা এখন ইনক্লুসিভ ইন্সট্যান্ট পেমেন্ট সিস্টেম নিয়ে কাজ করছি। আন্তর্জাতিক মানের ডিজিটাল পেমেন্ট ইকোসিস্টেম তৈরি করা, যেখানে লেনদেন হবে নিরাপদ, তাৎক্ষণিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক তা করার লক্ষ্যে এ পদক্ষেপ বলে তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়া ডিজিটাল পেমেন্টে জনআস্থা বৃদ্ধিতে স্বমূল্যায়ন ও পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিক নিরাপদ, স্বচ্ছ, স্থিতিশীল, দায়বদ্ধ, উদ্ভাবন-সহায়ক, গ্রাহক-বান্ধব ও নিয়মানুগ পরিচালনায় সক্ষম করে তুলবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভাপতির বক্তব্যে পরিচালক মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম বলেন, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্বমূল্যায়ন পদ্ধতি পরিশোধ ব্যবস্থায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক ও আইনি কাঠামো, পরিচালন দক্ষতা, আর্থিক স্থিতিশীলতা, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়ে সমস্যা চিহ্নিত করে কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। কর্মশালায় বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণকে স্বমূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদানসহ স্বমূল্যায়ন কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পাদনে করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

মুদ্রানীতি বিষয়ক মতবিনিময় সভা

গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর মুদ্রানীতি বিষয়ক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন

২০২৫-২৬ অর্থবছরের ২য় ষান্মাসিকের মুদ্রানীতি প্রণয়ন বিষয়ক একটি মতবিনিময় সভা ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ ঢাকার স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার ও ড. মোঃ হাবিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সভায় গভর্নরের উপদেষ্টা মোঃ আহসান উল্লাহ ও চিফ ইকনোমিস্ট ড. মোহাম্মদ আক্তার হোসেন উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক, পরিচালকগণ এ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া দেশীয় ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার আলোকে বাস্তবধর্মী মুদ্রানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে দেশের শীর্ষস্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশিষ্ট ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ, সাংবাদিক এবং ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক ড. মোঃ এজাজুল ইসলাম, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্টের পরিচালক মাহমুদ সালাহ্‌উদ্দিন নাসেরসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর আসন্ন মুদ্রানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে উপস্থিত অংশীজনদের পরামর্শ ও মতামত আহ্বান করেন। ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান সভায় আলোচিত পরামর্শ ও মতামত মুদ্রানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে বলে অবহিত করেন।

স্বাগত বক্তব্যে মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্টের পরিচালক মাহমুদ সালাহ্‌উদ্দিন নাসের বর্তমান বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং সরকার ঘোষিত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ মুদ্রানীতি প্রণয়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

এর আগে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ২য় ষান্মাসিকের মুদ্রানীতি প্রণয়ন বিষয়ক একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমানের সঞ্চালনায় সভায় ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার ও মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভায় প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক, পরিচালকসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মুদ্রানীতি বিষয়ক মতবিনিময় সভায় ডেপুটি গভর্নর, নির্বাহী পরিচালক, পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ

অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বিষয়ক মতবিনিময় সভা

গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের আয়োজনে ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ চট্টগ্রামের স্থানীয় একটি হোটেলে চট্টগ্রাম অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের করণীয় বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর। এছাড়া সম্মানিত অতিথি হিসেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন ও চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মাহমুদ আব্দুল মতিন ভূঁইয়া উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মকবুল হোসেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন বনিক সমিতি, চেম্বার প্রতিনিধি, বন্দর ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মোঃ খসরু পারভেজসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও তফসিলি ব্যাংকের আঞ্চলিক প্রধানসহ ১৫০ জন প্রতিনিধি সভায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর চট্টগ্রাম অঞ্চলের অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ বা সম্ভাবনা কাজে লাগানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে চট্টগ্রাম অনন্য হলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের ভূমিকা সীমিত। চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতাকে পূর্ণ রূপ দিতে আর্থিক খাতের সুদৃঢ় ভূমিকার পাশাপাশি দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন অপরিহার্য বলে তিনি মনে করেন। তিনি আরও বলেন, আর্থিক সাক্ষরতা এবং Cashless Transaction এর প্রসারে বাংলাদেশ ব্যাংক বিবিধ কার্যক্রম যেমন Nano Loan, Debit/Credit Card, Bangla QR Code এর ব্যবহার জনপ্রিয়করণ, School-based Financial Literacy Program ইত্যাদি গ্রহণ করেছে। এছাড়া Cashless Bangladesh Initiative এর অংশ হিসেবে পর্যটন নগরী কক্সবাজারকে ক্যাশলেস সিটি হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকায় এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের প্রসার এবং প্রান্তিক নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে নারী এজেন্ট নিয়োগের বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদানে গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মকবুল হোসেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধি কার্যক্রম এবং সিএমএসএমই ও কৃষি খাতে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধিতে নিবিড়ভাবে কার্যক্রম গ্রহণের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ লক্ষ্যে তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাংক, সরকার, আর্থিক খাত এবং উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী মহলকে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

চট্টগ্রাম অফিসের পরিচালক মোহাম্মদ আশিকুর রহমানের সঞ্চালনায় একটি প্রশ্নোত্তর ও মতবিনিময় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম অফিসের পরিচালক মোহাম্মদ আশিকুর রহমানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন। সভায় চট্টগ্রাম অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের করণীয় বিষয়ক কনসেপ্ট পেপার উপস্থাপন করেন অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল আমিন। পেপারে সম্ভাবনাময় বিভিন্ন খাত যেমন সামুদ্রিক পরিবহন, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, Marine Bio-technology, সমুদ্রভিত্তিক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ এবং পর্যটন খাতে চট্টগ্রামের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরা হয়।

এসপিসিডি সার্কুলার বিষয়ক সভা

ব্যাংকিং সেক্টরের সুপারভিশন কার্যক্রমকে অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ২০২৬ সালের জানুয়ারি হতে রিস্ক বেইজড সুপারভিশন (আরবিএস) চালু করার লক্ষ্যে ২৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে সুপারভাইজরি পলিসি এন্ড কোঅর্ডিনেশন ডিপার্টমেন্ট (এসপিসিডি) কর্তৃক Supervisory Expectations and Banks Preparedness শীর্ষক এসপিসিডি সার্কুলার নং-২ জারি করা হয়। সার্কুলারটি বিশদভাবে অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে ২০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে তফসিলি ব্যাংকসমূহের আরবিএস সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট ও ডেপুটি ফোকাল পয়েন্টদের অংশগ্রহণে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী প্রধান অতিথি এবং নির্বাহী পরিচালক মোঃ সিরাজুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় এসপিসিডি সার্কুলার নং-২ এর ব্যাখ্যা প্রদানের পাশাপাশি প্রশ্নোত্তর পর্বে উপস্থিত তফসিলি ব্যাংকের কর্মকর্তাদের আরবিএস সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। সভায় সুপারভাইজরি পলিসি এন্ড কোঅর্ডিনেশন ডিপার্টমেন্টের পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুর রবসহ বিভাগের অন্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী বক্তব্য রাখছেন

এআইটিতে আরবিএস প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশে রিস্ক বেইজ্‌ড সুপারভিশন (আরবিএস)-এর সফল বাস্তবায়নের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রতিবেশী দেশসমূহে আরবিএস বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সম্যক ধারণা অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশন সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের নির্বাহী পরিচালক থেকে সহকারী পরিচালক পদমর্যাদার মোট ৬০ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (এআইটি) এর ইউনুস সেন্টারে ২৭-২৯ অক্টোবর ও ৩-৫ নভেম্বর ২০২৫ মেয়াদে দুটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

ইউনুস সেন্টারে আরবিএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীগণ

ইউনুস সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিভিন্ন সেশন সেন্ট্রাল ব্যাংক অব শ্রীলঙ্কা ও ব্যাংক অব থাইল্যান্ডের উচ্চ পর্যায়ের আরবিএস বিষয়ক অভিজ্ঞ কর্মকর্তাগণ পরিচালনা করেন। সেশনে বক্তারা আরবিএস বাস্তবায়নের গুরুত্ব এবং কার্যকর রিস্ক বেইজ্‌ড সুপারভিশন পদ্ধতি বাস্তবায়নের ফলে কীভাবে লাভবান হয়েছে তা আলোচনা করেন। কর্মশালার একাধিক সেশনে থাইল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার আরবিএস বাস্তবায়নের কৌশল ও অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণের তৃতীয় ও শেষ দিন প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

আরবিএস প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীগণ

প্রথম ব্যাচ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন থাইল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত ফাইয়াজ মুরশিদ কাজী এবং দ্বিতীয় ব্যাচ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ দূতাবাসের মিনিস্টার (কনস্যুলার) হাসনাত আহমেদ।

উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের জানুয়ারি হতে বাংলাদেশে প্রচলিত সুপারভিশন পদ্ধতির পরিবর্তে রিস্ক বেইজড সুপারভিশন পদ্ধতি কার্যকর করার লক্ষ্যে সুপারভাইজরি পলিসি এন্ড কোঅর্ডিনেশন ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সুপারভিশন সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা দুটি আয়োজন করা হয়।

Artificial Intelligence শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

AI-এর ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো বিষয়ে সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির উদ্যোগে ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে এ. কে. এন. আহমেদ অডিটোরিয়ামে Artificial Intelligence: Reshaping Financial Services and Its Regulation শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া এবং সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন একাডেমির অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ মাসুদ রানা।

প্যানেল আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক (আইসিটি) মোহাম্মদ জাকির হাসান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য প্রযুক্তি ইন্সটিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. বি এম মইনুল হোসেন, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের পরিচালক মোঃ মাহবুব করিম এবং রিভ গ্রুপের সিইও এম. রেজাউল হাসান।

সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, AI, Machine Learning ও Large Language Model বাস্তবায়ন টিমের সদস্য এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আইটি প্রধান ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে বিবিটিএর নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি শক্তিশালী মাধ্যম। সঠিক নীতি, দায়িত্বশীল ব্যবহার এবং কার্যকর তদারকির মাধ্যমে এই প্রযুক্তি বাংলাদেশের আর্থিক খাতকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, দক্ষ এবং স্থিতিশীল করতে পারে।

প্যানেল আলোচনায় নির্বাহী পরিচালক (আইসিটি) মোহাম্মদ জাকির হাসান জানান, বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে একটি সমন্বিত AI নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি AI টিম গঠন করা

সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণের মাঝে নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া

হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, AI নীতিমালায় তথ্য সুরক্ষা, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য প্রযুক্তি ইন্সটিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. বি এম মইনুল হোসেন বলেন, AI বিষয়ক নীতিমালা কার্যকর করতে নিয়ন্ত্রক সংস্থা, প্রযুক্তি ব্যবহারকারী এবং গবেষকদের মধ্যে একটি অর্থবহ ও কাঠামোবদ্ধ মেলবন্ধন অপরিহার্য।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের পরিচালক মোঃ মাহবুব করিম বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্যোগ গ্রহণ করলে বিষয়টি আরও কার্যকরভাবে সংযোজিত হবে। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পূবালী ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আলী। এছাড়াও আর্থিক খাতে AI Adoption বিষয়ে একটি প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির যুগ্ম পরিচালক (আইসিটি) মোঃ রেজাউল করিম।

এফআইসিএসডির সচেতনতামূলক সভা

সভায় প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক মোঃ নিয়ামূল কবীর ও অন্য অতিথিবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে এবং প্রাইম ব্যাংক পিএলসির তত্ত্বাবধানে গ্রাহকদের ব্যাংকিং বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা বিভাগে ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে গ্রাহক সচেতনতা সপ্তাহ পালিত হয়। কিশোরগঞ্জের সিটি কনভেনশন হলে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক মোঃ নিয়ামূল কবীর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ময়মনসিংহ অফিসের পরিচালক জয়দেব চন্দ্র বণিক এবং প্রাইম ব্যাংক পিএলসির উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ইকবাল হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এফআইসিএসডি-১ এর পরিচালক মুনীর আহমেদ চৌধুরী।

প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক মোঃ নিয়ামূল কবীর বলেন, ব্যাংকিং খাতে ডিজিটাল লেনদেন বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর দায়িত্ব গ্রাহকের আমানতের সুরক্ষা প্রদান করা। তিনি আরও বলেন, গ্রাহকের আস্থা বৃদ্ধি পেলেই এগিয়ে যাবে ব্যাংকিং খাত। ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেন থেকে বিরত থাকতে তিনি গ্রাহকদের সতর্ক করেন। গুড গভর্ন্যান্স বাস্তবায়ন করাও সকলের অন্যতম দায়িত্ব বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি এফআইসিএসডি-১ এর পরিচালক মুনীর আহমেদ চৌধুরী বলেন, ব্যাংকিং সেক্টরে ডিজিটালাইজেশন, ই-ব্যাংকিং, ফিন-টেক, প্রভৃতি সেবা যেমন সহজতর হচ্ছে, তেমনি ঝুঁকিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই সচেতন গ্রাহকই ব্যাংকিং খাতের প্রাণ।

বিশেষ অতিথি ময়মনসিংহ অফিসের পরিচালক জয়দেব চন্দ্র বণিক বলেন, এই ধরনের অনুষ্ঠান গ্রাহকের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে। বিশেষ অতিথি প্রাইম ব্যাংক পিএলসির উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ইকবাল হোসেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসারে আর্থিক সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে গ্রাহক, ঋণগ্রহীতা ও জামানতকারীর দায়-দায়িত্ব, সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন অডিও-ভিডিও প্রেজেন্টেশন দেখানো হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্টের স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশন টিমের প্রধান ও অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ মাহেনূর আলম। অনুষ্ঠানে প্রধান কার্যালয় এবং ময়মনসিংহ অফিস এবং ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সাধারণ গ্রাহক উপস্থিত ছিলেন।

সভায় প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক মোঃ নিয়ামূল কবীর বক্তব্য রাখছেন

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে এবং ব্যাংক এশিয়া ব্যাংক পিএলসির তত্ত্বাবধানে গ্রাহকদের ব্যাংকিং বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিভাগে ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে গ্রাহক সচেতনতা সপ্তাহ পালিত হয়। এ উপলক্ষে কক্সবাজারের একটি স্থানীয় হোটেলে প্রধান অতিথি হিসেবে নির্বাহী পরিচালক মোঃ নিয়ামুল করীর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মকবুল হোসেন, এফআইসিএসডি-২ এর পরিচালক মোহাম্মাদ মহসিন হোসাইনী, ব্যাংক এশিয়া পিএলসির উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মির্জা আজহার আহমেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এফআইসিএসডি-১ এর পরিচালক মুনীর আহমেদ চৌধুরী।

প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক মোঃ নিয়ামূল করীর বলেন, ঝুঁকিমুক্ত ডিজিটাল লেনদেনে গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধির দায়িত্ব ব্যাংকিং সেক্টরের। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকে গ্রাহক চিঠির মাধ্যমে, ই-মেইলে এবং হটলাইন নম্বর ১৬২৩৬ এ নিজের অভিযোগ জানাতে পারেন। গ্রাহকের অভিযোগ ব্যাবস্থাপনায় এফআইসিএসডি একটি ডেডিকেটেড বিভাগ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বিশেষ অতিথি চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মকবুল হোসেন বলেন, গ্রাহক ও ব্যাংকারদের মধ্যে সেতুবন্ধন আরও মজবুত করতে আর্থিক সাক্ষরতার অংশ হিসেবে সচেতনতা বৃদ্ধি খুবই কার্যকরী। গ্রাহককে সঠিক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা করা ব্যাংকিং খাতের দায়িত্ব বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি এফআইসিএসডি-১ এর পরিচালক মুনীর আহমেদ চৌধুরী বলেন, ঝুঁকি চিহ্নিত করে ঝুঁকি হ্রাস করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো গ্রাহকদের মাঝে আর্থিক সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা।

অনুষ্ঠানের এফআইসিএসডি-২ এর পরিচালক মোহাম্মাদ মহসিন হোসাইনী বলেন, ব্যাংকিং সেক্টরের প্রতি গ্রাহকদের ইতিবাচক মনোভাব তৈরির মাধ্যমেই এ আয়োজন সফলতা পাবে।

বিশেষ অথিথি ব্যাংক এশিয়া পিএলসির উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মির্জা আজহার আহমেদ বলেন, ব্যাংক এশিয়া সর্বদা বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইড লাইন মেনে গ্রাহকের স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করে।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে গ্রাহক ও ঋণগ্রহীতার দায়-দায়িত্ব, জামানতকারীর দায়-দায়িত্ব সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন অডিও-ভিডিও প্রেজেন্টেশন দেখানো হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্টের স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশন টিমের প্রধান ও অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ মাহেনূর আলম। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, চট্টগ্রাম অফিস এবং চট্টগ্রামের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সাধারণ গ্রাহক উপস্থিত ছিলেন।

বুক রিভিউ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগার আয়োজিত বুক রিভিউ প্রোগ্রাম ২৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালক তাসনিম ফাতেমার সভাপতিত্বে প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে এ রিভিউ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা-১) ড. মোঃ গোলজারে নবী। Akhand Akhtar Hossain রচিত Central Banking and Monetary Policy in the Asia-Pacific বইয়ের ওপর রিভিউ করেন চিফ ইকনোমিস্ট ড. মোহাম্মদ আক্তার হোসেন।

বুক রিভিউ প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখছেন চিফ ইকনোমিস্ট ড. মোহাম্মদ আক্তার হোসেন

নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা-১) গোলজারে নবী বক্তব্য রাখেন

বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগার আয়োজিত বুক রিভিউ প্রোগ্রাম ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারের পরিচালক তাসনিম ফাতেমার সভাপতিত্বে প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে এ রিভিউ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গবেষণা বিভাগ (গ্রন্থাগার) এর নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা-১) ড. মোঃ গোলজারে নবী। Ben S. Bernanke রচিত The Courage to Act: A Memoir of a Crisis and Its Aftermath বইটির ওপর রিভিউ করেন ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্টর পরিচালক মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী।

ঐতিহাসিক ব্যাংকিং ইন্সট্রুমেন্ট/টুলস ও নকশা হস্তান্তর

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিস হতে প্রধান কার্যালয়ের গ্রন্থাগারে ৭ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে BB Archival Museum -এ সংরক্ষণের জন্য ঐতিহাসিক ব্যাংকিং ইন্সট্রুমেন্ট/টুলস ও নকশা হস্তান্তর করা হয়। এই টুলসের মধ্যে রয়েছে ফ্যাক্স মেশিন, Brass Bullion Weight (স্বর্ণ পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত পিতলের তৈরি বাটখারা), দাড়িপাল্লা, বিভিন্ন পরিমাপের বাটখারা, স্বয়ংক্রিয় ওজন মাপার যন্ত্র এবং চট্টগ্রাম অফিসের পুরাতন ভবনের নকশা। চট্টগ্রাম অফিসের উপসহকারী পরিচালক পিংকী আক্তার এবং মোঃ রিমন সামগ্রীসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারের পরিচালক তাসনিম ফাতেমার নিকট হস্তান্তর করেন। এইসময় গ্রন্থাগারের ইনস্টিটিউশনাল রিপোজিটরি/আর্কাইভস শাখার কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম অফিসের টুলস্ ও নকশা গ্রহণ করেছেন গ্রন্থাগারের পরিচালক

রাজশাহী অফিস

বদলি উপলক্ষে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

রাজশাহী অফিসের পক্ষ থেকে যোগদানকৃত নির্বাহী পরিচালককে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়

বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১) মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে রাজশাহী অফিসে যোগদান করেন। তার যোগদান উপলক্ষে অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে অফিসের সভাকক্ষে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক রথীন কুমার পাল, কানিজ ফাতেমাসহ রাজশাহী অফিসের অতিরিক্ত পরিচালক এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১) আমজাদ হোসেন খাঁন তার বক্তব্যে কর্মক্ষেত্রে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন এবং আন্তরিকতার সাথে ব্যাংকিং সেবা প্রদানের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি এ অঞ্চলের ব্যাংকিং খাতকে এগিয়ে নিতে কৃষি ও এসএমই খাতে গুরুত্বারোপ করে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে যুগ্ম পরিচালক মোঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজশাহী অঞ্চলের কৃষি ঋণ ও এসএমই খাতের উপর একটি তথ্যভিত্তিক প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ যোগদানকৃত নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১) মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁনকে ফুল দিয়ে বরণ করেন।

আলাউদ্দিন ছাত্রবৃত্তি-২০২৪ বিতরণ অনুষ্ঠান

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১) মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতি লিমিটেড, ঢাকার সাব কমিটি বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী কর্তৃক আয়োজিত আলাউদ্দিন ছাত্রবৃত্তি-২০২৪ বিতরণ অনুষ্ঠান ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে অফিসের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অফিসের নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১) মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক রথীন কুমার পাল এবং কানিজ ফাতেমা। যুগ্ম পরিচালক মিল্টন কবীরের সভাপতিত্বে অফিসের অতিরিক্ত পরিচালকবৃন্দ ও সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিবাদন জানান এবং আগামীর বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। সেসাথে রাজশাহী অফিসের কো-অপারেটিভকেও নিজস্ব অর্থায়নে এই ধরনের মহতী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। আলাউদ্দিন ছাত্রবৃত্তি-২০২৪ এ বৃত্তিপ্রাপ্ত নয়জন শিক্ষার্থীকে এ বৃত্তি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে এসএসসি ও এইচএসসিতে ভালো ফলাফল করায় আটজন শিক্ষার্থী ও একজন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে মেডেল, সনদপত্র ও প্রাইজমানি প্রদান করা হয়।

খুলনা অফিস

প্রজেক্ট অ্যাপ্রাইজাল শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক মোঃ রুকনুজ্জামানের সঙ্গে কোর্সে অংশগ্রহণকারীগণ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম), ঢাকার উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের সভাকক্ষে ৭-১১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে Project Appraisal and Credit Management Training Program শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা অফিসের কর্মকর্তাসহ খুলনা অঞ্চলে কার্যরত বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ রুকনুজ্জামান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক এস, এম, কামালুজ্জামান কামাল। সভাপতিত্ব করেন ড. মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, পরিচালক (ট্রেনিং), বিআইবিএম। বক্তা হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন বিআইবিএম থেকে আগত মোঃ আলমগীর, অধ্যাপক ও পরিচালক (সার্টিফিকেশন) এবং ড. মোঃ শহীদ উল্লাহ, সহযোগী অধ্যাপক। এছাড়া, অতিথি বক্তা হিসেবে ছিলেন মোঃ গোলাম সাকলায়েন, বিআইবিএমের প্রাক্তন ফ্যাকাল্টি এবং যরীফা মোরশেদ র‌্যাসিম, যুগ্ম পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা। বিআইবিএম কর্তৃক সকল প্রশিক্ষণার্থীদের সনদের সাথে তিনজনকে স্বীকৃতি স্মারকও প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণটির সার্বিক সমন্বয়ে ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের যুগ্ম পরিচালক যরীফা মোরশেদ র‌্যাসিম ও উপপরিচালক মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম।

অফশোর ব্যাংকিং শীর্ষক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির উদ্যোগে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফাইন্যান্স অ্যান্ড অফশোর ব্যাংকিং শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কোর্স ১-৩ ডিসেম্বর ২০২৫ মেয়াদে বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিস এবং তফসিলি ব্যাংকের মোট ৪০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিভিন্ন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন, পেমেন্ট মেথড, ইউসিপি-৬০০ এর ধারাসমূহ, আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের অর্থায়ন বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুসহ প্রচলিত ভুলভ্রান্তি ও বিভিন্ন অনিয়মের বিষয়ে সেশন পরিচালিত হয়।

প্রধান অতিথি ও অংশগ্রহণকারীগণ

প্রশিক্ষণ কোর্সটির উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ রুকনুজ্জামান। অনুষ্ঠানে খুলনা অফিসের পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক, কোর্স ডিরেক্টর ও পরিচালক (বিবিটিএ) মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান খান, কোর্স সমন্বয়কারী ও অতিরিক্ত পরিচালক (বিবিটিএ) সৈয়দ গোলাম শাহাজারুল আলম এবং অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ মাসুদ রানা উপস্থিত ছিলেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র প্রদান করেন।

অগ্নি-নির্বাপণ প্রশিক্ষণ ও উদ্ধার বিষয়ক মহড়া

বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের আয়োজনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের সার্বিক সহযোগিতায় ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে অফিসের কনফারেন্স রুমে অগ্নি-নির্বাপণ প্রশিক্ষণ বিষয়ক কর্মশালা এবং অফিস চত্বরে অগ্নি-নির্বাপণ ও উদ্ধার বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। অগ্নি-নির্বাপণ প্রশিক্ষণ ও উদ্ধার বিষয়ক মহড়ায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ রুকনুজ্জামান। এ সময় পরিচালক এস, এম, কামালুজ্জামান কামাল, মোঃ মুজিবুর রহমান, মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী এবং বিভিন্ন বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালকগণসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

অগ্নি-নির্বাপণ প্রশিক্ষণ ও উদ্ধার বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়

বাংলাদেশ ব্যাংক নোট প্রত্যর্পণ প্রবিধান, ২০২৫
(Bangladesh Bank Note Refund Regulations, 2025)

নিশাত জাহান

বিদায়ী বছর ২০২৫ সাল ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্টের জন্য খুবই গুরুত্ববহ ও স্মরণীয় একটি বছর ছিল। এ বছর একদিকে যেমন ছিল বিভিন্ন চলমান প্রক্রিয়ার সংস্কারমূলক কাজের চাপ, অন্যদিকে ছিল নতুন কিছু করার চ্যালেঞ্জ। তারই ধারাবাহিকতায় দীর্ঘ সময়ব্যাপী এ বিভাগ কর্তৃক Bangladesh Bank Note Refund Regulations সম্পর্কিত তথ্য আহরণ, অ্যানালাইসিস, গবেষণা ও অংশীজনদের মতামতের প্রেক্ষিতে ২০২৫ সালে গভর্নরের নেতৃত্বে অবশেষে বহুল কাঙ্ক্ষিত আলোর মুখ দেখা দেয়। ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্টের আয়োজনে ৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে গভর্নর (ড. আহসান এইচ. মনসুর) এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ব্যাংক নোট প্রত্যর্পণ প্রবিধান, ২০২৫ (Bangladesh Bank Note Refund Regulations, 2025) এর মোড়ক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এক নতুন অগ্রযাত্রা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার, মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী, প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালকসহ ব্যাংকের সকল আঞ্চলিক অফিসের অফিস প্রধানগণ।

নোট রিফান্ড রেগুলেশন্সের পটভূমি বাংলাদেশ ব্যাংক সৃষ্টির লগ্ন থেকেই। ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ১২৭নং আদেশের বলে বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্ম। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ২৩ নং ধারায় নোট ইস্যু করার একক দায়িত্ব অর্পণ করা হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর। কিন্তু ২৯ ধারায় বলা হয়- Notwithstanding anything contained in any enactment or rule or law to the contrary, no person shall as of right be entitled to recover from the Government or the Bank the value of any lost, stolen, mutilated or imperfect Bank Note. তবে ৮২(এল) নং ধারা অনুযায়ী the circumstances in which, and the conditions and limitations subject to which, the value of any lost, stolen, mutilated or imperfect Bank Note may be refunded as of grace এবং ৮২(১) ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ডের এরূপ রেগুলেশন্স অনুমোদনের এখতিয়ার রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডারে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নোট রিফান্ড পদ্ধতি নিয়ে শুরু হয় গবেষণা, ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন কর্মকর্তাবৃন্দ সাফল্যের সাথে প্রণয়ন করেন The Bangladesh Bank (Note Refund) Regulations-1976। সেই সাথে Issue Department Manual (ID Manual) প্রণীত হয় ১৯৮৬ সালে, যার বেশ কিছু অনুচ্ছেদের ভিত্তিই হচ্ছে এ রেগুলেশন্সে প্রদত্ত প্রক্রিয়া ও ক্ষমতা। কালের পরিক্রমায় নোটের ধরন ও দাবির ধরনে পরিবর্তন আসে। সেই পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে নোট রিফান্ড রেগুলেশন্সেও। ২০১২ সালে প্রণীত হয় Bangladesh Bank (Note Refund) Regulations-2012। অন্যদিকে ID Manual পরিবর্তিত রূপ লাভ করে Issue Department Manual-2006 হয়। কিন্তু পরিবর্তনের গোলকধাঁধায় রেগুলেশন্সের বিনিময়মূল্য পরিশোধের দুইটি বিধান পরস্পরের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, কিছু ধারা সময়োপযোগিতা হারায় এবং বিদ্যমান প্রাকটিস ডিসিএম পরিপত্র ও ID Manual এর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়াও রেগুলেশন্সে দাবিযোগ্য নোটের কোনো সংজ্ঞা উল্লেখ নেই, বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে নোটের বিনিময়মূল্য প্রদানের ব্যবস্থারও সুরাহা করা হয়নি। সেই সাথে ভাষাগত দুর্বোধ্যতাও ছিল। এ রেগুলেশন্সও পরিবর্তন করা প্রয়োজন বলে অংশীজনেরা ঐকমত প্রকাশ করেন।

২০১৯ সাল থেকে ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক শুরু হয় নোট রিফান্ড রেগুলেশন্স পরিবর্তনের কর্মযজ্ঞ। ২০২৩ সালে এ বিভাগের তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি গভর্নরের নির্দেশনা মোতাবেক নোট রিফান্ড রেগুলেশন্সকে বাংলায় সহজবোধ্য এবং ID Manual এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। তবে কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। বিভিন্ন কমিটি গঠন, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সকল অংশীজনের মতামত গ্রহণ, বিদ্যমান পরিপত্র, প্রাকটিস ও ID Manual এর সাথে সঙ্গতি রক্ষা-সব কিছু মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ফলাফল পেতে অপেক্ষা করতে হয় ২০২৫ সাল পর্যন্ত। অবশেষে ডিসিএমের বিভাগীয় একটি টিমের অক্লান্ত পরিশ্রম ও বর্তমান গভর্নরের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ব্যাংক বোর্ডের ৪৪৩তম সভায় ২৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক নোট প্রত্যর্পণ প্রবিধান, ২০২৫ (Bangladesh Bank Note Refund Regulations, 2025) অনুমোদিত হয়।

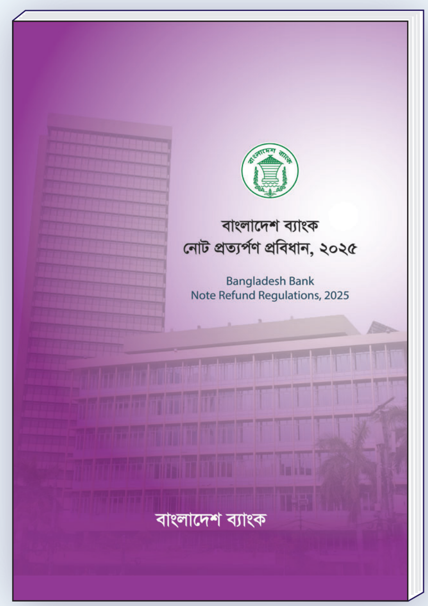

বাংলাদেশ ব্যাংক নোট প্রত্যর্পণ প্রবিধান, ২০২৫

ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্টের উদ্যোগে অনুমোদিত নোট প্রত্যর্পণ প্রবিধান, ২০২৫ গ্রাফিক্স ডিজাইনসহ পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স। অতঃপর ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট ৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে এ প্রবিধানের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান আয়োজন করে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনের দায়িত্বে ছিলেন বিভাগের যুগ্ম পরিচালক নিশাত জাহান, শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন পরিচালক (ডিসিএম) কে এম ইব্রাহিম। বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় এবং গভর্নর কর্তৃক মোড়ক উন্মোচনের মধ্য দিয়েই আনুষ্ঠানিকভাবে ডিসিএম পরিপত্র নং: ২০২৫/০১ জারির মাধ্যমে এ প্রবিধানের পথ চলা শুরু হয়।

■ *লেখক: যুগ্ম পরিচালক, ডিসিএম, প্র.কা*

পোলার সিল্ক রুটঃ ভবিষ্যতের বাণিজ্যপথ

শামসুল আরেফীন

আর্কটিক অঞ্চল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অঞ্চল, যা এখনও বড় অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর পূর্ণাঙ্গ মনোযোগ পায়নি। তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে ও অমিত অর্থনৈতিক সম্ভাবনা থাকায় এ অঞ্চলটি ক্রমাগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ফলে এ অঞ্চলকে ঘিরে বৃহৎ শক্তিগুলোর প্রতিযোগিতাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আর্কটিক কাউন্সিল

আর্কটিক মহাসাগরকে (যাকে উত্তর মহাসাগরও বলা হয়) ঘিরে রয়েছে আটটি দেশের উপকূল। দেশগুলো হলো- রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (আলাস্কা), ফিনল্যান্ড, কানাডা, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক (গ্রীনল্যান্ড) ও আইসল্যান্ড। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় উপকূল হল রাশিয়ার, প্রায় ৫৩ শতাংশ। এই ৮টি দেশ মিলে ১৯৯৬ সালে গঠিত হয়েছে আর্কটিক কাউন্সিল, যা আর্কটিক অঞ্চলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী প্রতিটি দেশ তাদের সমুদ্রোপকূল হতে ২০০ নটিক্যাল মাইল এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করতে পারে। আর্কটিক অঞ্চলের জনসংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ, যার অর্ধেকই রাশিয়ায় বাস করে। বাকিরা মূলত নরওয়ে, সুইডেন ও ফিনল্যান্ডের উত্তরাংশে বাস করে। প্রায় ৫৩ শতাংশ এলাকা জুড়ে উপকূল থাকায় আর্কটিক অঞ্চলে রাশিয়ার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদ

ধারণা করা হয়, বিশ্বের মোট তেল ও গ্যাস মজুদের ২৫ শতাংশ রয়েছে আর্কটিক অঞ্চলে। এছাড়া, মৎস্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন নিকেল, কপার, কয়লা, স্বর্ণ, ইউরেনিয়াম, হীরা ইত্যাদিতে ভরপুর আর্কটিক অঞ্চল। এর মধ্যে রাশিয়ার সমুদ্রোপকূল সবচেয়ে বেশি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। তাছাড়া নরওয়েজিয়ান সমুদ্রে তেল ও গ্যাসের বিশাল মজুদ রয়েছে, যা নরওয়ে ও বৃটেন যৌথভাবে উত্তোলন করে ইউরোপীয় দেশগুলোতে সরবরাহ করে। নরওয়েজিয়ান সমুদ্র ছাড়াও ব্যারেন্ট সমুদ্র হতে রাশিয়ার উত্তোলিত অপরিশোধিত জ্বালানি তেল, সামুদ্রিক খাবার ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ চীনসহ মধ্য এশিয়া এবং পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপে যোগান দেয়া হয়। রাশিয়ার তেল ও গ্যাসের প্রধান খনিগুলো রয়েছে আর্কটিক বেল্টের মারমানস্ক, ইনডিগা, টিমেন পেচোরা, মেসোয়াকা, ইয়ামবার্গ এবং মধ্য ও পূর্বাঞ্চলের উরেনগয় ও ইয়াকুটস্ক অঞ্চলে।

পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি প্রধান সমুদ্র বাণিজ্য পথ

বিশ্ব বাণিজ্য পরিচালিত হয় সমুদ্র, রেল, সড়ক ও আকাশপথে। তবে ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে বিশাল পরিমাণ পণ্য আমদানি-রপ্তানির প্রধান মাধ্যম সমুদ্রগামী জাহাজ। বিশ্বের প্রায় ৮০ শতাংশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সমুদ্রপথে পরিচালিত হয়। এশিয়া মহাদেশকে ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করা হয়। বিশ্বের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ চীন, জাপান ও ভারত এশিয়াতে অবস্থিত। পাশাপাশি রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া, আসিয়ানভুক্ত দেশগুলো এবং মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ দেশসমূহ। চীনকে বলা হয় বিশ্বের উৎপাদনের ফ্যাক্টরি। শুধু শিল্পপণ্য নয়, কৃষি পণ্য উৎপাদন, খনি, সামরিক, প্রযুক্তি, এমনকি মহাকাশ গবেষণাতেও চীন বহুদূর এগিয়ে গেছে।

চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে ইউরোপের বাণিজ্যের প্রধান সমুদ্রপথ হলো চারটি। প্রথমটি হলো মালাক্কা প্রণালী, ভারত মহাসাগর, এডেন উপসাগর ও সুয়েজ খাল হয়ে ইউরোপ; এক্ষেত্রে দূরত্ব হলো প্রায় ২১,০০০ কি. মি. এবং এই পথ পাড়ি দিতে সমুদ্রগামী জাহাজের প্রায় ৪৮ দিন সময় লাগে। দ্বিতীয়টি হলো বেরিং প্রণালী, রাশিয়ার আর্কটিক সমুদ্রোপকূল, নরওয়েজিয়ান সমুদ্র হয়ে ইউরোপ; এটির দূরত্ব হলো প্রায় ১২,৮০০ কি. মি., এতে পণ্য পরিবহন সময় ১০-১৫ দিন পর্যন্ত কমে যায়। এটিকে 'পোলার সিল্ক রুট' নামে অভিহিত করা হয়। তৃতীয়টি হলো প্রশান্ত মহাসাগর, পানামা খাল, আটলান্টিক মহাসাগর হয়ে ইউরোপ; যার দূরত্ব প্রায় ২৪,০০০ কি. মি., স্বাভাবিকভাবেই এটি দিয়ে বাণিজ্য খুব কম হয়। এবং চতুর্থটি হলো বেরিং প্রণালী, কানাডার আর্কটিক সমুদ্রোপকূল, গ্রীনল্যান্ড উপকূল হয়ে ইউরোপ; এটি 'উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্যাসেজ' নামে পরিচিত ও এক্ষেত্রে দূরত্ব দাঁড়ায় প্রায় ১৬,০০০ কি. মি.। এই শেষোক্ত পথটির প্রধান সমস্যা হলো এই পথটিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সমুদ্র পথ হিসেবে গণ্য করলেও কানাডা এটিকে তাদের জলসীমার অংশ হিসেবে গণ্য করে। এই নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে, যার ফলে এই পথটির উপর যুক্তরাষ্ট্রের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই। এই পথটির উন্নয়নে ব্যাপক বিনিয়োগ দরকার, অনেক আইস ব্রেকার জাহাজ দরকার, যা করা কানাডার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া, প্রায় ৩,০০০ কি. মি. দূরত্ব কম হওয়ার কারণে যুক্তরাষ্ট্র তাদের পশ্চিমাঞ্চলীয় ক্যালিফোর্নিয়া, ওরেগন ও ওয়াশিংটন রাজ্য (ওয়াশিংটন ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়া বা ওয়াশিংটন ডি.সি. হলো যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী, তবে ওয়াশিংটন নামে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একটি রাজ্য রয়েছে) হতে ইউরোপের সাথে বাণিজ্য করতে পানামা খাল ব্যবহার করে। তাই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্যাসেজটির উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ কম।

পোলার সিল্ক রুটের গুরুত্ব

দেখা যাচ্ছে, যদি পোলার সিল্ক রুট ব্যবহার করা হয় তাহলে চীন, জাপান ও দঃ কোরিয়ার সাথে ইউরোপের বাণিজ্য সবচেয়ে লাভজনকভাবে পরিচালিত হতে পারে। কিন্তু এটি ব্যবহারের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো এটি বিপুলভাবে বরফাচ্ছাদিত এবং সারা বছরে মাত্র দুই হতে চার মাস অর্থাৎ মে হতে আগস্ট পর্যন্ত জাহাজ চলাচলের উপযোগী থাকে। তাই যদি এই সমুদ্র পথকে সারা বছর জাহাজ চলাচলের উপযোগী রাখা যায় তাহলে হাজার হাজার ডলারের জ্বালানি খরচ বেঁচে যাবে এবং বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন বহুলাংশে কম হবে।

এখানে উল্লেখ্য, শীতকালে সমস্ত আর্কটিক অঞ্চল একটি বিশাল বরফখণ্ডে পরিণত হয়। এন্টারটিকার তুলনায় আর্কটিক অঞ্চলের বরফের ঘনত্ব বেশি, এন্টারটিকায় যেখানে বরফের ঘনত্ব ১-২ মিটার থাকে, সেখানে আর্কটিক অঞ্চলে এই ঘনত্ব দাঁড়ায় ২-৩ মিটারে, কোনো কোনো অঞ্চলে আরো বেশি। মে হতে আগস্ট পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল থাকে। এই সময়ে সূর্য কর্কট ক্রান্তি রেখার কাছাকাছি অবস্থান করে। তখন আর্কটিক অঞ্চলে সূর্যের আলো পড়ে। দূরত্বের কারণে তাপমাত্রা কম থাকলেও আর্কটিকের বরফ এ সময় গলতে শুরু করে। তাই এ সময় সমুদ্রপথ জাহাজ চলাচলের উপযোগী হয়ে উঠে। অন্যদিকে সেপ্টেম্বর হতে এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে আর্কটিক অঞ্চল পুরু বরফে ঢাকা থাকে। তবে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে আর্কটিকের বরফের পরিমাণ অনেক কমে গেছে এবং দিন দিন আরো কমছে। ফলে পোলার সিল্ক রুট বিশ্বের আরো বেশি নজর কাড়ছে।

আগেই বলেছি, আর্কটিক অঞ্চলে রাশিয়ার রয়েছে ৫৩ শতাংশ সমুদ্রোপকূল। তাই এ অঞ্চলে রাশিয়ার রয়েছে ব্যাপক প্রভাব। রাশিয়ার রয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ৫০টিরও বেশি আইস ব্রেকার জাহাজের বহর; যার মধ্যে রয়েছে ৮টি পারমাণবিক শক্তি চালিত ও ৩৪টি ডিজেল চালিত আইস ব্রেকার; যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে মাত্র তিনটি, যার একটিও পারমাণবিক শক্তি চালিত নয়। এই আইস ব্রেকার জাহাজগুলো পোলার সিল্ক রুটে সামরিক, বাণিজ্যিক ও পর্যটকবাহী জাহাজের চলাচল নির্বিঘ্ন রাখা এবং রাশিয়ার উত্তর সমুদ্রোপকূলে

তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে ভূমিকা রাখে। এ অঞ্চলে রাশিয়া ২০১৩ সালের পর ৭টি নতুন নৌ ঘাঁটি স্থাপন করেছে, যেগুলো হলো- সেভেরোমরস্ক, পলিয়ারনি, অলিনিয়া বে, গেজিয়েভো, বিদেয়াভো, বলশেয়া লোপাটকা ও গ্রেমিখা। এই ঘাঁটিগুলোতে রয়েছে বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ও অত্যাধুনিক রাডার ব্যবস্থা, যেগুলো যুদ্ধবিমান, ক্ষেপণাস্ত্র ও যুদ্ধজাহাজ ধ্বংসের ক্ষমতা রাখে। এই ঘাঁটিগুলোর প্রত্যেকটির রাডার ব্যবস্থা ৬০০ কি. মি. এলাকায় নজরদারি করতে সক্ষম। এর মানে হলো, এই অঞ্চল দিয়ে কোন জাহাজ অতিক্রম করলে বা কোন দেশ এই অঞ্চলে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে কার্যক্রম পরিচালনা করলে তা রাশিয়ার নজরদারির আওতায় থাকবে।

পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে সম্পর্কের টানাপোড়েনের কারণে চীন বিকল্প সমুদ্র বাণিজ্য পথ হিসেবে উত্তর মহাসাগরে রাশিয়ার উপকূলবর্তী পোলার সিল্ক রুটকে বিবেচনা করছে। রাশিয়ার সাথে চীনের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানোর এটি অন্যতম কারণ। চীন, মঙ্গোলিয়া, রাশিয়ান অর্থনৈতিক করিডর ব্যবহার করে রাশিয়ার সাথে বাণিজ্য সম্প্রসারণসহ পোলার সিল্ক রুট ব্যবহার করে ইউরোপের সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাশিয়ার পাশাপাশি চীনও সেখানে ব্যাপক বিনিয়োগ শুরু করেছে। রাশিয়া এ অঞ্চলে সাবেটা, ডিকসন ও পেভেক বন্দরের উন্নয়ন করছে, যাতে চলাচলকারী জাহাজে জ্বালানি সরবরাহ, ক্রুদের বিশ্রাম ও খাবার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে জাহাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। চীনের সিএনপিসি, সিএনওওসি ও সিল্ক রোড ফান্ডের মত কোম্পানীগুলো রাশিয়ার জ্বালানি খাতে ইয়ামাল এলএনজি ও আর্কটিক এলএনজি-২ প্রকল্প, বেলকোমুর রেলওয়ে প্রকল্প, আইস-ক্লাস কন্টেইনার জাহাজ নির্মাণ, রাশিয়ার দূরপ্রাচ্যের ব্লাডিভস্টক বন্দর উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে বহু বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে। ফলে ভবিষ্যতে এই অঞ্চলটি অর্থনৈতিকভাবে যেমন আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে তেমনি পোলার সিল্ক রুটের ব্যবহারও দিন দিন বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা যায়।

চীনের উদ্বেগ ও বিকল্প ভাবনা

চীনের অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তাদের রাজনৈতিক সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। তাছাড়া তাইওয়ান নিয়েও তাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। বেইজিং ঘোষণা দিয়ে রেখেছে, রাজনৈতিকভাবে সম্ভব না হলে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তাইওয়ানকে চীনের সাথে একত্রীকরণের বিষয়টি তাদের বিবেচনাধীন রয়েছে। আবার বহু বছর ধরে 'এক চীন' নীতির পক্ষে থাকলেও গত বাইডেন প্রশাসনের সময়ে ১৯৯৭ সালের পর প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিনিধি পরিষদের তৎকালীন রিপাবলিকান স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির আগস্ট ২০২২ এ তাইওয়ান সফর; বাইডেন প্রশাসনের চার বছর মেয়াদে তাইওয়ানে প্রায় ৭.৭ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি এবং প্রেসিডেন্ট বাইডেন তাইওয়ানের সাথে চীনের যুদ্ধ বাঁধলে চীনের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করার ইতিবাচক ইঙ্গিত দেয়ায় এই সম্পর্ক আরো খারাপ হয়।

তাছাড়া, চীনের সাথে ইউরোপের বাণিজ্যের প্রধান পথ দক্ষিণ চীন সাগর ও মালাক্কা প্রণালীর আশেপাশে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলো সামরিক ঘাঁটি। চীনের পূর্ব-দক্ষিণ অংশে জাপান, দঃ কোরিয়া, ফিলিপাইন; ভারত মহাসাগরের দ্বীপ রাষ্ট্র ডিয়েগো গার্সিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানাধীন দ্বীপ গুয়ামে রয়েছে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি। যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলে প্রায়শই পরমাণু শক্তিচালিত সাবমেরিন, বিমানবাহী রণতরী এবং এফ-১৬, এফ-২২ র‍্যাপটর, এফ-৩৫ ও বি-৫২ যুদ্ধবিমানসহ উল্লিখিত দেশগুলোকে নিয়ে সামরিক মহড়া চালায় ও নিয়মিত টহল দেয়। এছাড়াও ভারত, জাপান ও অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র 'কোয়াড' গঠন করেছে (কোয়াডকে মূলত কূটনৈতিক ফোরাম হিসেবে অভিহিত করা হয়, তবে সামরিক সহযোগিতাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য)। ফলে তাইওয়ান আক্রমণ বা অন্য কোন অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্র যদি কখনও মালাক্কা প্রণালী বন্ধ করে দেয় তাহলে চীনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে।

এজন্য 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' চীনের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ। এটি চীন সরকারের একটি কৌশলগত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রচেষ্টা, যা ২০১৩ সালে কাজাখস্তানের রাজধানী আস্তানায় ঘোষণা করা হয়। চীন ইতোমধ্যে ১৪৯টি দেশ ও ৩০টি আন্তর্জাতিক সংগঠনকে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ৪-৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে। এর আওতায় অন্যান্য বিনিয়োগ প্রকল্পের পাশাপাশি ছয়টি স্থল করিডর নির্মাণ করা

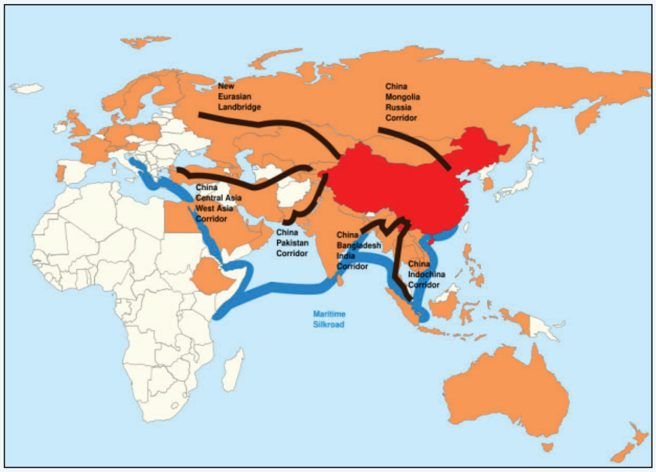

চীনের অর্থনৈতিক করিডরসমূহ

হবে যা রেল, সড়ক, সমুদ্রপথ, জ্বালানি ও ডিজিটাল অবকাঠামো দ্বারা সংযুক্ত থাকবে। এই ছয়টি স্থল করিডর হলোঃ (১) চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর; যার মাধ্যমে স্থলপথে চীনা পণ্য পাকিস্তানের গোয়াদার বন্দর পর্যন্ত পৌঁছাবে ও পরবর্তীতে সমুদ্রপথে পশ্চিম এশিয়ায়, আফ্রিকায় এবং এডেন উপসাগর হয়ে ইউরোপে সরবরাহ করা হবে। এই করিডরটি চীনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এর ফলে মালাক্কা প্রণালী ব্যবহার অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং দূরত্বও অনেক কমে যায়। (২) চীন ইয়োরেশিয়ান করিডর; এর মাধ্যমে রেলপথে চীনের জিনজিয়ান প্রদেশ হতে কাজাখস্তানের মধ্য দিয়ে রাশিয়া হয়ে বেলারুশ, পোল্যান্ড ও জার্মানি পর্যন্ত পণ্য পৌঁছাবে। (৩) চীন, মঙ্গোলিয়া, রাশিয়া অর্থনৈতিক করিডর। (৪) চীন, মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া করিডর; এটি তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, ইরান হয়ে তুরস্ক পর্যন্ত যাবে। (৫) চীন, ইন্দোচীন পেনিনসুলা অর্থনৈতিক করিডর; এটি চীন হতে মায়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া হয়ে সিঙ্গাপুর যাবে। (৬) ট্রান্স হিমালয়ান মাল্টি-ডাইমেনশনাল কানেকটিভিটি নেটওয়ার্ক; এটির দ্বারা হিমালয় পর্বতমালার নিচ দিয়ে টানেল নির্মাণ করে নেপালকে চীনের সাথে যুক্ত করা হবে। পরবর্তীতে এটি বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলংকাকে যুক্ত করবে (যদিও ভারত দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে এখনও নেতিবাচক)।

দেখা যাচ্ছে, চীন বিশ্বব্যাপী তার বাণিজ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিকল্প বাণিজ্য পথ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এতে চীনের পাশাপাশি করিডরসমূহের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোও লাভবান হচ্ছে, কেননা চীনের বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের স্থল, রেল ও অন্যান্য যোগাযোগ অবকাঠামোয় ব্যাপক উন্নয়ন ঘটছে, যা তাদের নিজেদের অর্থে সম্পন্ন করা অসম্ভব ছিল (যদিও এক্ষেত্রে 'চীনা ঋণের ফাঁদ' বিষয়ক বিতর্ক রয়েছে)। তবে সবচেয়ে লাভজনক বাণিজ্য পথ হিসেবে এসব স্থল বাণিজ্য করিডরের বিকল্প হিসেবে পোলার সিল্ক রুটের গুরুত্ব চীনের কাছে অনেক।

উপসংহার

বৈশ্বিক রাজনৈতিক টানাপোড়েন, ক্রমহ্রাসমান পশ্চিমা আধিপত্য, 'গ্লোবাল সাউথ' (শিল্পোন্নত দেশগুলোর দক্ষিণে অবস্থিত, কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম উন্নত দেশসমূহকে গ্লোবাল সাউথ বলা হয়। UNCTAD এর মতে, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দেশসমূহ; ইসরায়েল, জাপান ও দঃ কোরিয়া বাদে এশিয়ার অন্যান্য দেশ এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড বাদে ওশেনিয়া অঞ্চলের অন্য দেশগুলো গ্লোবাল সাউথের অন্তর্ভুক্ত) দেশগুলোর গতিশীল অর্থনীতি ইত্যাদি কারণে খুব দ্রুত বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্য অব্যাহত রাখার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তিগুলো প্রতিটি সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। এ কারণেই 'বহুমাত্রিক বিশ্বের' (multipolar world) ধারণা বহুল আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। বিশ্বের অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর এই প্রচেষ্টা বাকি বিশ্বের জন্যও উদাহরণ হতে পারে।

■ *লেখক: নির্বাহী পরিচালক, প্র.কা*

নিবন্ধ

কমিউনিকেশন ইকোনোমিক্স আধুনিক অর্থনীতির নতুন শক্তি

(১ম পর্ব)

মোঃ জুলকার নাঈম

বর্তমান বিশ্বে অর্থনীতি ক্রমশ জটিল ও গতিশীল হয়ে উঠছে, সেসাথে স্পষ্ট হচ্ছে–অর্থনীতি শুধু পণ্য, উৎপাদন, বিপণন বা মুদ্রানীতির ওপর নির্ভরশীল নয়; বিশ্ব অর্থনীতিতে তথ্য যোগাযোগের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে প্রভাব বিস্তার করে। এরই বাস্তবতায় বিশ্ব অর্থনীতিতে নতুন একটি বিষয় হলো কমিউনিকেশন ইকোনোমিক্স। বাংলাদেশের মতো সম্ভাবনাময় ও রূপান্তরমুখী অর্থনীতির জন্য এই ধারণাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক যোগাযোগ কেবল অর্থনৈতিক নীতিকে শক্তিশালী করে না, তা মানুষের মধ্যে বিশ্বাস ও সরাসরি অংশগ্রহণও তৈরি করে।

কমিউনিকেশন ইকোনোমিক্স কী?

কমিউনিকেশন ইকোনোমিক্স মূলত একটি যোগাযোগ প্রক্রিয়া। এটি একটি আন্তঃবিষয়ক ধারণা, যেখানে অর্থনীতি ও যোগাযোগবিদ্যার সমন্বয়ের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হয়–তথ্যের উৎস, প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা এবং সেই সাথে এটাও দেখা হয়-তথ্য অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তকে কীভাবে প্রভাবিত করে। এই শাখায় বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় তিনটি বিষয়ের ওপর। প্রথমত, তথ্যের প্রবাহ (Information Flow)–অর্থনৈতিক নীতি, বাজার পরিস্থিতি বা প্রাতিষ্ঠানিক বার্তা কীভাবে সরকার, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান কিংবা গণমাধ্যমের সাহায্যে জনগণ ও বাজার অংশগ্রহণকারীদের কাছে পৌঁছে। দ্বিতীয়ত, তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রভাব (Credibility and Impact of Information)–প্রচারিত তথ্য কতটা বিশ্বাসযোগ্য, স্পষ্ট ও ধারাবাহিক এবং তা ভোক্তা, বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীদের আচরণে কী ধরনের পরিবর্তন আনে। তৃতীয়ত, জনগণের বিশ্বাস স্থাপন (Trust Building)–দীর্ঘমেয়াদে একটি প্রতিষ্ঠান বা নীতিনির্ধারক সংস্থার ওপর জনগণের আস্থা গড়ে ওঠে কিনা, যা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও নীতির কার্যকারিতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাস্তবে দেখা যায়, কোনো অর্থনৈতিক নীতি যত শক্তিশালী, তথ্যভিত্তিক ও যৌক্তিকই হোক না কেন, যদি সেটি সঠিকভাবে, সঠিক সময়ে এবং উপযুক্ত ভাষায় যোগাযোগ করা না হয়, তাহলে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জিত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল বা অস্পষ্ট যোগাযোগের কারণে নীতির ভুল ব্যাখ্যা সৃষ্টি হয়, বাজারে অস্থিরতা বাড়ে, গুজব ছড়ায় কিংবা জনগণের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাস তৈরি হয়।

এ প্রেক্ষাপটে, কমিউনিকেশন ইকোনোমিক্স দেখায় যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মুদ্রানীতি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বা দারিদ্র্য বিমোচনের মতো বিষয়গুলোতে শুধু ভালো নীতি প্রণয়নই যথেষ্ট নয়। কার্যকর, স্বচ্ছ, দ্রুত/তাৎক্ষণিক ও বিশ্বাসযোগ্য যোগাযোগ কৌশল সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক অর্থনীতিতে তাই যোগাযোগকে আর সহায়ক উপাদান হিসেবে নয় বরং অর্থনৈতিক নীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

অর্থনীতিতে যোগাযোগের গুরুত্ব

বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর ভূমিকা শুধু নীতি সুদের হার নির্ধারণ বা তারল্য ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধ নয়। যোগাযোগ এখন নীতিনির্ধারণের একটি স্বতন্ত্র ও কৌশলগত উপাদান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিশ্বের প্রধান কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো–যেমন ফেডারেল রিজার্ভ (Federal Reserve), ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক (ECB) কিংবা ব্যাংক অব ইংল্যান্ড, যারা মুদ্রানীতির সিদ্ধান্তের পাশাপাশি সেই সিদ্ধান্ত কীভাবে বাজার ও জনগণের কাছে উপস্থাপন করা হবে, সে বিষয়টিকে সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে। এই প্রেক্ষাপটে ফরওয়ার্ড গাইডেন্স (Forward Guidance), নীতিগত বিবৃতি, প্রেস কনফারেন্স, ভাষণ, মুখভঙ্গির বিশ্লেষণ, এমনকি একটি নির্দিষ্ট শব্দচয়নও (wording) অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। অনেক সময় কেবল একটি বাক্য বা সংকেতেই সুদের হার, বন্ড, স্টক মার্কেটের সূচক এবং বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি গ্রহণের প্রবণতায় তাৎক্ষণিক পরিবর্তন আনতে পারে। একই সঙ্গে এই যোগাযোগ সাধারণ মানুষের ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা–যেমন মূল্যস্ফীতি, সঞ্চয় ও ব্যয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও বাস্তবতা ভিন্ন নয়। এখানে একটি মুদ্রানীতি ঘোষণা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি বিবৃতি অথবা কোনো নীতির অস্পষ্ট বা ভুল ব্যাখ্যা সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে মুদ্রাবাজারের বিনিময় হার, ব্যাংকিং খাতে তারল্য পরিস্থিতি, ঋণের সুদহার এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আচরণের ওপর। এমনকি সাধারণ মানুষও এই বার্তাগুলোর ভিত্তিতে দৈনন্দিন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (কখন সঞ্চয় করবে, কখন খরচ বাড়াবে)।

অন্যদিকে, দুর্বল বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ যোগাযোগের ফলে বাজারে বিভ্রান্তি, গুজব কিংবা অপ্রয়োজনীয় অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে যা নীতির মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। তাই কার্যকর যোগাযোগ শুধু তথ্য জানানো নয় বরং প্রত্যাশা ব্যবস্থাপনা (Expectation Management), আস্থা সৃষ্টি (Trust Building) এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

গুজব বনাম বাস্তবতা: তথ্যের অভাবই অর্থনীতির অস্থিরতার কারণ

আমরা প্রায়ই দেখি–ডলার বাজারে হঠাৎ চাপ, ব্যাংকিং খাতে গুজব কিংবা মূল্যস্ফীতি নিয়ে অস্বাভাবিক মাত্রায় উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। এসব পরিস্থিতির বড় অংশই সৃষ্টি হয় তথ্যের অভাব, ভুল ব্যাখ্যা, অসম্পূর্ণ বিশ্লেষণ কিংবা দুর্বল যোগাযোগের কারণে। যখন বাজারে প্রয়োজনীয় ও নির্ভরযোগ্য তথ্য দ্রুত এবং স্বচ্ছভাবে পৌঁছায় না, তখন তথাকথিত 'তথ্য অসমতা' বা information asymmetry তৈরি হয়। অর্থাৎ, কেউ কেউ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য পেয়ে যায়, অন্যরা তা পায় না বা দেরিতে পায়। ফলস্বরূপ সাধারণ মানুষ, আমদানিকারক, ব্যবসায়ী, এমনকি ব্যাংকিং খাতের অংশীজনের মধ্যেও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। অনিশ্চয়তা থেকেই জন্ম নেয় গুজব–ডলারের দাম আরো বাড়বে, ব্যাংকে টাকা নিরাপদ নয়, বাজার আরও অস্থির হবে ইত্যাদি ভুল ধারণা। মানুষ সঠিক তথ্যের অভাবে সিদ্ধান্ত নেয় আবেগ, ভয় বা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে; ফলে বাজারে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যেমন ডলার কেনার হুড়োহুড়ি, ব্যাংক থেকে টাকা তোলার মতো অস্থিতিশীল আচরণ। এই অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়াগুলো পরবর্তীতে বাস্তব অস্থিরতা তৈরি করে, যদিও মূল কারণ ছিল কেবল তথ্যের

অভাব বা দুর্বল যোগাযোগ। তথ্যপ্রবাহের গতি, স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, সঠিক যোগাযোগ বাজারে আস্থা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

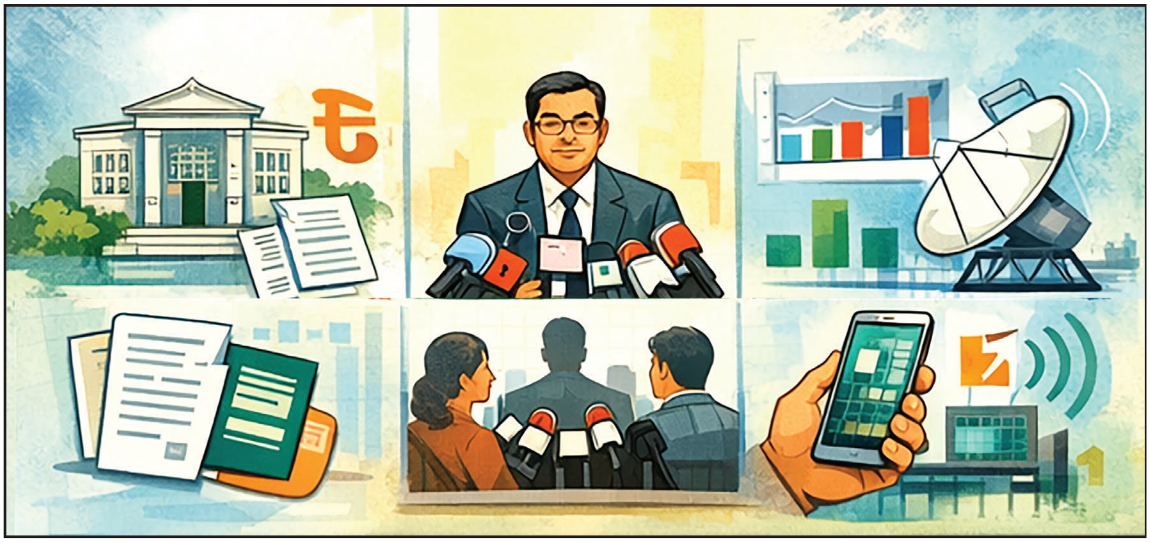

তথ্যপ্রবাহের গতি, স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দৃষ্টিতে যোগাযোগের গুরুত্ব

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দৃষ্টিতে যোগাযোগের গুরুত্ব বহুমাত্রিক ও অত্যন্ত কৌশলগত। সঠিক ও সময়োপযোগী যোগাযোগ অর্থনীতির স্থিতিশীলতা, নীতি বাস্তবায়ন এবং জনগণের আস্থা বজায় রাখার মূল স্তম্ভ। মুদ্রানীতি, সুদের হার, ব্যাংকিং খাতের অবস্থা ও বৈদেশিক মুদ্রাবাজার সম্পর্কে স্বচ্ছ তথ্য না থাকলে বাজারে গুজব, আতঙ্ক ও অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে। এ কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়মিত রিপোর্ট, সার্কুলার ও প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। ডিজিটাল ব্যাংকিং ও মোবাইল ফাইন্যান্সের দ্রুত বিস্তারের যুগে নিরাপদ লেনদেন, প্রতারণা প্রতিরোধ এবং গ্রাহক সচেতনতার জন্য কার্যকর যোগাযোগকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করে। একইভাবে নীতি-প্রণয়ন কার্যকর করতে ব্যাংক, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী ও নাগরিকদের কাছে নীতির উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ ব্যাংক এ জন্য তথ্যের স্বচ্ছতা ও স্পষ্ট ভাষার যোগাযোগের ওপর জোর দেয়। গবেষণা, তথ্যপ্রবাহ ও পরিসংখ্যান প্রকাশের ক্ষেত্রেও যোগাযোগ অপরিহার্য। কারণ সঠিক ও দ্রুত তথ্যের প্রবাহ নীতিনির্ধারণ ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সমৃদ্ধ করে। কমিউনিকেশন ইকোনোমিক্সকে আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে তিনটি দিক জরুরি- ১. সহজ ভাষায় নীতি ব্যাখ্যা-ইনফোগ্রাফিক, ব্যাখ্যাসহ প্রেস নোট, সংক্ষিপ্ত ভিডিও–যাতে সব শ্রেণির মানুষ তা বুঝতে পারে; ২. রিয়েলটাইম তথ্য প্রচার-গুজব ছড়ানোর আগেই জনগণের কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়া। এটি বাজারকে স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করে; ৩. অন্তর্ভুক্তিমূলক তথ্যব্যবস্থা-যারা এখনো অফলাইনে আছেন, তাদের কাছে নীতি পৌঁছানোর বিকল্প মাধ্যম–এসএমএস এলার্ট, বাংলাদেশ ব্যাংকের আঞ্চলিক অফিসগুলোতে কমিউনিকেশন্স সেন্টার স্থাপন ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

কেস স্টাডি: গুজব, তথ্যপ্রবাহ ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা–বাংলাদেশের বাস্তবতায় কমিউনিকেশন ইকোনোমিক্স

রফিক সাহেব সাধারণত খুব হিসাবি ও সচেতন মানুষ। অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নেওয়া তার স্বভাবে নেই। কিন্তু একদিন অফিসে ঢুকেই তিনি অস্বস্তি অনুভব করলেন। সহকর্মীদের আলোচনায় ঘুরে ফিরে আসছিল ব্যাংকিং খাত ও ডলার সংকটের কথা। কেউ বলছিল সামনে নাকি ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে সমস্যা হতে পারে, কেউ আবার বলছিল বড় কোনো আর্থিক সংকট আসছে। আশ্চর্যের বিষয়–কেউই নিশ্চিত কোনো তথ্য জানাতে পারছিল না অথচ গুজবটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল।

সংবাদপত্র, টেলিভিশন কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো স্পষ্ট ও কর্তৃত্বপূর্ণ বার্তা পাওয়া যাচ্ছিল না। এই তথ্যশূন্যতার মধ্যেই রফিক সাহেবের মনে ভয় জন্ম নেয়। তিনি ভাবতে শুরু করলেন–যদি সত্যিই ব্যাংকে সমস্যা হয়, তাহলে পরিবারের দৈনন্দিন খরচ কীভাবে চলবে? সন্তানের পড়াশোনা, চিকিৎসা, বাজার–সবকিছুই তো নগদ টাকার ওপর নির্ভরশীল। এই অনিশ্চয়তা এবং ভয়ই তাকে ব্যাংকে যেতে বাধ্য করল।

ব্যাংকে গিয়ে তিনি দেখলেন, অনেক মানুষ একই আতঙ্কে টাকা তুলছে। কাউন্টারের সামনে লাইন। উদ্বিগ্ন মুখ, ফিসফিস করে কথা বলা–সবকিছু মিলিয়ে পরিবেশটাই যেন গুজবকে বাস্তব সংকটের রূপ দিচ্ছিল। সেই মুহূর্তে যুক্তি নয়, বরং আবেগ ও ভয়ই সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করেছিল। ফলস্বরূপ, রফিক সাহেব ব্যাংক থেকে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি টাকা তুলে নিলেন।

কয়েকদিন পর কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়, ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কোনো তারল্য সংকট নেই, আমানত সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং ডলার বাজার পরিস্থিতিও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণে রয়েছে। তখন রফিক সাহেব বুঝলেন, সমস্যাটা আসলে অর্থনীতির মৌলিক কাঠামোয় নয়; সমস্যাটা ছিল তথ্যপ্রবাহে। সময়মতো সঠিক, স্পষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য তার কাছে পৌঁছায়নি বলেই তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন।

এই অভিজ্ঞতা রফিক সাহেবকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়। অর্থনীতিতে অনেক সময় সংকট বাস্তবে তৈরি হয় না বরং সংকটের ধারণা তৈরি হয়। আর এই ধারণার জন্ম হয় দুর্বল যোগাযোগ, তথ্যের অভাব এবং অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যার মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে আগেভাগে স্পষ্ট বার্তা, সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা এবং ধারাবাহিক যোগাযোগ স্থাপন করা গেলে, রফিক সাহেবের মতো হাজারো মানুষ আতঙ্কিত হয়ে ব্যাংকে ছুটে যেতেন না।

এই ঘটনাটি কমিউনিকেশন ইকোনোমিক্সের একটি বাস্তব উদাহরণ। এখানে দেখা যায়–মুদ্রানীতি, তারল্য বা ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাস্তব অবস্থা স্থিতিশীল থাকা সত্ত্বেও যোগাযোগের ঘাটতির কারণে মানুষের প্রত্যাশা ও আচরণ বদলে যায়। ব্যক্তিগত পর্যায়ের এই আচরণগুলো যখন একত্রিত হয়, তখন তা বাজারে অপ্রয়োজনীয় চাপ ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে, যা শেষ পর্যন্ত বাস্তব অর্থনীতিতেও প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশের মতো উদীয়মান অর্থনীতিতে, যেখানে আর্থিক সাক্ষরতা ও তথ্যপ্রাপ্তির মাত্রা সমান নয়, সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব শুধু নীতি প্রণয়ন নয়। নীতির অর্থ, উদ্দেশ্য ও প্রভাব জনগণের কাছে সহজ, সময়োপযোগী ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে দ্রুত পৌঁছে দেওয়াও দায়িত্ব। রফিক সাহেবের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে–সঠিক ও দ্রুত যোগাযোগ আতঙ্ক ঠেকাতে পারে, আস্থা তৈরি করতে পারে এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার সবচেয়ে কার্যকর নীতিগত হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে।

উপসংহার

যোগাযোগ শুধু তথ্য দেওয়ার প্রক্রিয়া নয়। আর্থিক স্থিতিশীলতা, ডিজিটাল রূপান্তর, আর্থিক প্রতারণা থেকে রক্ষা, নিরাপত্তা, আর্থিক সাক্ষরতা, অন্তর্ভুক্তি ও আস্থা সৃষ্টির মূল চালিকা শক্তি। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে ব্যাংকিং সুবিধা, ঋণ প্রক্রিয়া, সঞ্চয় ও ডিজিটাল সেবার গুরুত্ব সহজ ভাষায় তুলে ধরাও যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। অর্থনৈতিক চাপ, ব্যাংকিং দুর্বলতা বা বৈশ্বিক সংকটের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্রুত তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে বাজারে আস্থা বজায় রাখতে যোগাযোগকে সংকট ব্যবস্থাপনার মূল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। দিনশেষে অর্থনীতি শুধু সংখ্যার হিসাব নয়; এটি মানুষের আচরণ, আস্থা ও প্রত্যাশার সমষ্টি। আর সেই আস্থা তৈরি করার প্রথম শর্ত–সঠিক ও সময়োপযোগী যোগাযোগ। কমিউনিকেশন ইকোনোমিক্স আমাদের শেখায়–তথ্যই আজকের অর্থনীতির নতুন শক্তি। এই শক্তির সঠিক ব্যবহারই নিশ্চিত করে দেশের অর্থনীতি কতটা স্থিতিশীল ও টেকসই হবে।

■ *লেখক: ডিডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

ঘুরে এলাম চায়ের রাজধানী থেকে

জিহাদ মান্নান

নিয়ম করে আমরা ডেকো (আইটি ব্যাচ - ২০১৮) ব্যাচের যোগদান বার্ষিকী উদ্‌যাপন করি! অফিসের ব্যস্ততা ভুলে দুই দিনের জন্য হলেও মুক্ত বাতাসের স্বাদ নিতে পারলেই পুরো বছরের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

আমরা বিগত পাঁচ বছরে কুয়াকাটাসহ দেশের বিভিন্ন মনোরম ও বিখ্যাত পর্যটন স্পটে ব্যাচের বার্ষিকী উদ্‌যাপন করছি। এই ধারাবাহিকতায় এবং সেই সুখস্মৃতি ধরে রাখতে ২০২৫ সালের ৭-৮ নভেম্বরে মিলনমেলাটি আয়োজন করি বাংলাদেশের চায়ের রাজধানী শ্রীমঙ্গল। ভেন্যু হিসেবে নির্বাচন করি মনোমুগ্ধকর লেমন গার্ডেন রিসোর্ট। এবারকার ভ্রমণ ছিল অন্যসব বছরের তুলনায় বেশি রোমাঞ্চকর, পরিকল্পিত ও আনন্দময়।

ট্রেনটিকিট: আমাদের ট্যুরের 'ফার্স্ট বস'

ঢাকা-শ্রীমঙ্গল রুটে ট্রেনে যাত্রা সবচেয়ে আরামদায়ক। কিন্তু কথায় আছে–এই রুটে টিকিট পাওয়া কঠিন। কিন্তু একটি প্রাণবন্ত ব্যাচ হলে কিছুই অসম্ভব নয়!

দেশের পর্যটকরা যেহেতু সড়ক পথের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে ট্রেনে যাতায়াত করছেন, এই ব্যস্ত মৌসুমে ৩৩ জনের ট্রেনের টিকেট পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু আমাদের ব্যাচে রয়েছে একঝাঁক 'টিকেটিং লিজেন্ড'–করিম, মুশফিক, মাসুম ভাই, পলাশ দাদা এবং আরও অনেকে।

অনলাইনে টিকেট খোলার আগের দশম দিনে, সকাল আটটার আগেই আমরা কয়েকজন ঢাল-তলোয়ার (অর্থাৎ মোবাইল ফোন) হাতে স্ট্যান্ডবাই ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, প্রায় ৩৬টি টিকিট কাটতেও সক্ষম হই। ফেরার দিন ছিল শনিবার। শ্রীমঙ্গলের পর্যটন মৌসুমের সবচেয়ে ব্যস্ত দিন। আমরা ধরেই নিয়েছি ফিরতি টিকেট পাওয়া হবে না। কিন্তু আমাদের ব্যাচের টিকেট-কাটার নিনজা টিম ৪২টি টিকিট কাটতে সক্ষম হয়ে প্রমাণ করলো–এ ব্যাচ সত্যিই 'অসম্ভবকে সম্ভব' করতে পারে।

যাত্রা শুরু: ট্রেনে চা-চক্র আর গল্পের আসর

৭ নভেম্বর সকাল সাতটায় কমলাপুর থেকে পারাবত এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু করি। আমরা যারা মিরপুরের বাসিন্দা তারা বিমানবন্দর থেকে ট্রেনে চড়ি। ১৪ জন সদস্যের যাওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন সমস্যার কারণে শুভ্র দাদা, রাহাত, হালিম এবং রুহুল আমিন ভাই যেতে পারেননি। তবুও আমরা দশজন ও পরিবারসহ মোট ৩২ জন মিলে আনন্দভ্রমণের রঙিন দল রওনা হই।

চার ঘণ্টার পথ যেন চোখের পলকেই কেটে গেল। কেউ গল্পে মাতলেন, কেউ শিশুদের নিয়ে ছবি তুললেন, কেউবা জানালার বাইরে চায়ের টিলা, আঁকাবাঁকা চা-বাগান, আর গ্রামের দৃশ্য দেখে কাটালেন। দুপুর ১২টার দিকে শ্রীমঙ্গল স্টেশনে পৌঁছালাম।

রিসোর্টে প্রথম দিন: সুইমিংপুলে ঝাঁপাঝাঁপি আর সন্ধ্যায় মনিপুরি পল্লী

লেমন গার্ডেন রিসোর্টে পৌঁছে আমাদের নজরে এলো রিসোর্টের দারুণ পরিবেশ। চা বাগানের মধ্যে সবুজে ঘেরা কটেজ, আর মাঝখানে নীল স্বচ্ছ পানির সুইমিংপুল। চেক-ইনের আগে অনুমতি নিয়ে আমরা কয়েকটি রুম পেয়ে যাই এবং ব্যাগ রেখেই সকলের দৌড় সুইমিংপুলে। পরিষ্কার ও স্বচ্ছ পানি, নির্মল পরিবেশ–সব মিলিয়ে সবার মন ভরে গেল।

দুপুরের খাবার শেষে বিকালে রওনা হলাম মনিপুরি পল্লীর উদ্দেশ্যে। মনিপুরি শাড়ি, রঙিন কাপড়, বনেদি কারুকাজ–যেন চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। আমাদের গ্রুপের কয়েকজন তো 'আজ শপিং না করলে শান্তি নেই' অবস্থায় পড়ে গেলেন! কেনাকাটার পর সবাই মিলে পুরো পল্লী ঘুরে দেখলাম।

সন্ধ্যার পর শ্রীমঙ্গলের বিখ্যাত নীলকণ্ঠ টি কেবিনে সাত রঙের চা খেতে হাজির হলাম। কিন্তু সেখানে এমন ভিড় যে, মনে হলো চা নয়, চাঁদ পাওয়া যাবে! অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর অবস্থা বেগতিক দেখে আমরা অন্য জায়গায় সাধারণ চা খেয়েই রিসোর্টে ফিরলাম।

রাতে বারবিকিউ ও জন্মদিনের চমক

রাতে আমাদের জন্য ছিল রিসোর্ট কর্তৃপক্ষের আয়োজিত বারবিকিউ পার্টি। আর সঙ্গে বাড়তি আনন্দের উপহার–আমাদের সহকর্মী সন্ধ্যা রায়ের দুই ছেলের জন্মদিন।

সুইমিংপুলের পাশে আলো-ঝলমলে পরিবেশে কেক কাটা, শিশুদের দৌড়ঝাঁপ আর বড়দের গল্প–সব মিলিয়ে দারুণ প্রাণবন্ত এক রাত। রিসোর্টের পক্ষ থেকে কেকের যে আকর্ষণীয় ডিজাইন আনা হয়েছিল, তা দেখে সবাই মুগ্ধ। ফটোশুটের মাধ্যমে প্রথম দিনের সমাপ্তি।

২য় দিন: পাখির কিচিরমিচির আর চা বাগানের রূপ

পাখির কিচিরমিচিরে সকালে ঘুম ভাঙল। যা শহুরে জীবনে প্রায় ভুলেই গেছি। রিসোর্টের কটেজগুলো উঁচু জায়গায় হওয়ায় চারপাশের চা বাগান, পাহাড়ি টিলা আর ফুলের বাগানে যেন এক স্বর্গীয় আবহ। নাস্তায় নানা আইটেম থাকলেও মানের দিক থেকে কিছুটা আপস ছিল। তবে পরিবেশের সৌন্দর্য সেটাও ঢেকে দেয়।

ছাদখোলা জিপে চা-বাগান ও মাধবপুর লেক

চেক আউটের পর রিসোর্টে ব্যাগ রেখে বের হলাম ছাদখোলা জিপে। প্রথম গন্তব্য নূরজাহান চা বাগান। পাহাড়ি আনারস, কলা আর ডাব খেতে খেতে মনে হলো- এই হলো সত্যিকারের অর্গানিক স্বাদ!

এরপর যাত্রা মাধবপুর লেকে। শীতের আগমনী হাওয়ায় লেকের সৌন্দর্য ছিল অপূর্ব। যদিও পদ্মফুলের সংখ্যা কম ছিল, তবে চারপাশের ন্যাশনাল টি গার্ডেনের গাছপালা মন মাতিয়ে দেয়।

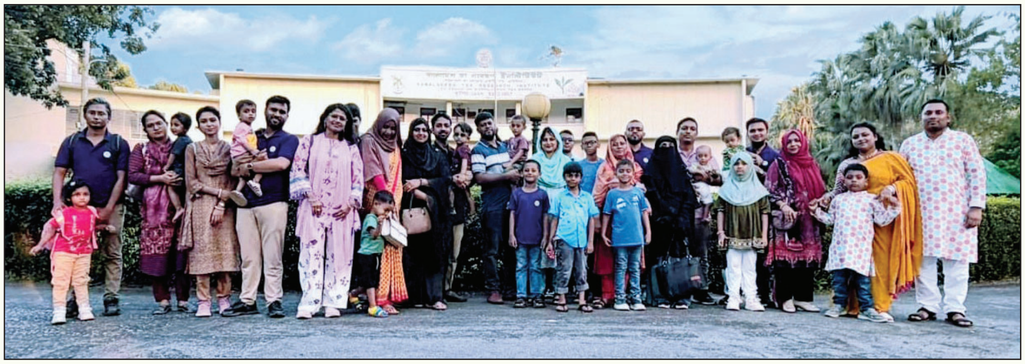

পরিবারের হাসিতে রাঙানো আমাদের বার্ষিক মিলনমেলার গ্রুপ ছবি

এরপর মাধবপুর লেকের পথে ছাদখোলা জিপে চা বাগানের মাঝ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ি।

লাউয়াছড়া, রিজিক এবং শ্রীমঙ্গলের ভোজন-অভিযান

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ছিল লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান। সেখানে যাওয়ার পথে রাস্তার দুই পাশের চা বাগান ও চা শ্রমিকদের বাগান থেকে চা পাতা তোলার দৃশ্য আমাদের অনেকের জন্যই প্রথমবার ছিল। সময় স্বল্পতা ও দুপুরের খাবার খেতে দেরি হওয়ার শঙ্কায় জাতীয় উদ্যানে অল্প সময় অবস্থান করি। দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য শহরের পানসি রেস্টুরেন্টে গেলাম। এই পানসি রেস্টুরেন্ট সিলেটের বিখ্যাত মূল পানসি রেস্টুরেন্টের একটি শাখা। কিন্তু রেস্টুরেন্টে প্রচণ্ড ভিড় থাকায় পাশেই আরেকটি বিখ্যাত রেস্টুরেন্ট রিজিকে আমরা দুপুরের খাবার খাই। খাবারের মান ভালো ছিল বরং তুলনায় দামও কম ছিল।

শেষ গন্তব্য: বাংলাদেশ চা গবেষণা ইন্সটিটিউট (BTRI)

সিডিউল অনুযায়ী পরবর্তী গন্তব্য ছিল বাংলাদেশ চা গবেষণা ইন্সটিটিউট যা বিটিআরআই হিসেবে সুপরিচিত। এখানে প্রবেশ করতে বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হয়। প্রায় সাত দিন পূর্বে প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের ই-মেইলে অনুমোদন নিয়েছিলাম। একজন কর্মকর্তাকে আমাদের প্রতিষ্ঠানটি দেখানোর জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়। গ্রুপ ছবি তুলে ও প্রতিষ্ঠানের দোকান থেকে তাজা চা পাতা কিনে রিসোর্টে ফিরে আসি।

ভ্রমণ শেষ, স্মৃতি শুরু

সন্ধ্যা ছয়টায় ট্রেনে ফিরতি যাত্রা শুরু। রাত ১১:৩০ মিনিটে কমলাপুরে নেমে আমরা সবাই ব্যাগ, ফটো আর খুশির প্যাকেট নিয়ে বাড়ির পথে।

দুই দিনের এ শ্রীমঙ্গল ভ্রমণ আমাদের জন্য শুধু একটি ট্যুর নয়–এ ছিল সম্পর্ক আরও মজবুত করার, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো এবং স্মৃতি জমা করার অপরূপ সুযোগ।

সদস্যদের একত্রে সময় কাটানো, বাচ্চাদের হাসি আনন্দ, পথে পথে প্রকৃতির দৃশ্য, আর নতুন অভিজ্ঞতা–এসব মিলিয়ে দুই দিনের এই শ্রীমঙ্গল ভ্রমণ হয়ে থাকলো আমাদের ব্যাচের ২০২৫ সালের সবচেয়ে সুন্দর স্মৃতিগুলোর একটি।

কিভাবে যাবেন?

শ্রীমঙ্গল যাওয়ার সবচেয়ে সহজ ও আরামদায়ক বাহন হলো ট্রেন। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ছয় লেনের কাজ চলমান থাকায় সড়কপথে প্রচুর যানজট থাকে এবং প্রায়ই দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়। ট্রেনের টিকেট কাটতে হলে দশ দিন আগেই অ্যাপসের মাধ্যম কেটে নিতে হবে।

ট্রেনের নাম ও সময়সূচি :

ঢাকা- শ্রীমঙ্গল

১) পারাবত : সকাল ৬.৩০- ১০.৩২ মি:
২) জয়ন্তিকা : সকাল ১১.১৫- বিকাল ০৪.০১ মি:
৩) কালনী : বিকাল ২.৫৫- সন্ধ্যা ৬.৫২ মি:
৪) উপবন : রাত ১০.০০- রাত ২.০৯ মি:

শ্রীমঙ্গল- ঢাকা

১) কালনী : সকাল ৮.২০- দুপুর ১২.৫৫ মি:
২) জয়ন্তিকা : বিকাল ২.৪৫- রাত ৭.১৫ মি:
৩) পারাবত : সন্ধ্যা ৬.০২- রাত ১০.৪০ মি:
৪) উপবন : রাত ১.৪৪- সকাল ৫.৪০ মি:

শ্রীমঙ্গলের জনপ্রিয় কয়েকটি রিসোর্ট :

১) গ্রান্ড সুলতান টি রিসোর্ট অ্যান্ড গলফ
২) দুসাই রিসোর্ট অ্যান্ড স্পা
৩) লেমন গার্ডেন রিসোর্ট
৪) বালিশিড়া রিসোর্ট
৫) নভেম ইকো রিসোর্ট
৬) টি ভিলা লাক্সারি রিসোর্ট

শ্রীমঙ্গল সম্পর্কে আরো জানতে ভিজিট করতে পারেন : https://vromonguide.com/

■ *লেখক : উপসহকারী পরিচালক (আইসিটি অপারেশন), আইসিটিডি, প্র.কা*

বাংলাদেশ ব্যাংকের সন্তানেরা

ও লেভেল ফলাফল: ৭টি বিষয়ে 'এ' গ্রেড

রওনাক তাসফিয়া তুবা

আলফ্রেড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: নূরে আসমা নাদিয়া
(অতিরিক্ত পরিচালক, ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্ট, প্র. কা.)
পিতা: রোকন উদ্দীন মিঠু
(অতিরিক্ত পরিচালক, ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট, প্র. কা.)

শোক সংবাদ

জোছনা রানী

অতিরিক্ত পরিচালক (ক্যাশ)
জন্ম: ০১/১২/১৯৬৬
ব্যাংকে যোগদান: ২৯/০১/১৯৮৬
মৃত্যু: ০৭/১১/২০২৫

মোঃ মর্তুজা শামসুজ্জামান

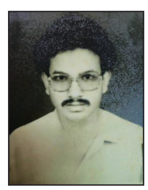

যুগ্ম পরিচালক (ক্যাশ)
জন্ম: ০২/০১/১৯৭০
ব্যাংকে যোগদান: ৩০/০৮/১৯৯০
মৃত্যু: ২২/০৭/২০২৫

খোন্দকার খালেদ হোসেন

যুগ্ম পরিচালক (ক্যাশ) (পিআরএল)
জন্ম: ৩১/১২/১৯৬৩
ব্যাংকে যোগদান: ১৯/১০/১৯৯১
মৃত্যু: ২৭/১২/২০২৩

মোহাম্মদ আবদুল গাফফার

ফোরম্যান (ট্রান্সপোর্ট সুপারভিশন)
জন্ম: ১৭/০৫/১৯৭৪
ব্যাংকে যোগদান: ১৫/১০/১৯৯৬
মৃত্যু: ২৪/১০/২০২৫

সাপও সোজা হয়

মোঃ মিজানুর রহমান

বছর কুড়ি আগেও তাথৈ গ্রামে শিয়াল, বেজি এবং গুইসাপের দেখা পাওয়া যেত। দেখা যেত ঠিক মধ্য দুপুরে হঠাৎ করে কোনো এক বাড়ির মুরগির বাচ্চা নিয়ে একটি বেজি ভো-দৌড় দিল। গিন্নীর আর্ত চিৎকারে পুরো পাড়ায় রটিয়ে যেত যে, নবনীর মায়ের কালো মুরগির সাদা বাচ্চাটা এই মাত্র বেজি নিয়ে গেল। পুকুর পাড়ে গোসলের সময় দেখা যেত গুইসাপ সাঁতরে উপরে উঠছে। আবার সন্ধ্যা নামতেই শিয়ালের হুক্কাহুয়া শব্দে রাত ভারী হয়ে উঠত। এইরকম বন্যপ্রাণীর এক অভয় আশ্রয় ছিল তাথৈ গ্রাম। কালেভদ্রে দুই একটি গোখরো সাপও এদিক-ওদিক দেখা যেত। তখন গ্রামের মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্যবোধ ছিল। পরস্পরের মধ্যে ছিল মিল-মহব্বত।

তাথৈ গ্রামেরই এক জঙ্গলে ছিল শিয়াল, বেজি, সাপ, গুইসাপ ইত্যাদি প্রাণীর অভয়াশ্রম। এরা জংলী প্রাণী হওয়ায় এদের পরস্পরের মধ্যে মিল ছিল না। ব্যতিক্রম ছিল একটি সাপ (গোখরো) ও একটি বেজি। এরা কিভাবে যেন বন্ধু হয়ে উঠেছিল। দু'জনের খুব খাতির। বেজির করা গর্তেই সাপ-বেজি একত্রে বসবাস করে। বেজির ধরা মুরগির বাচ্চার ভাগ সাপে পায়, আবার সাপের ধরা ব্যাঙে অরুচি হলেও বেজি খায়। যাইহোক তাদের মধ্যকার সম্পর্ক দেখে বনের অনেকেই সাপে-নেউলে বাগধারাটা মনুষ্যপাঠ্য বই হতে কিভাবে তুলে দেয়া যায় সে বিষয়েও একবার সভা করেছিল।

বনের সবাই যখন সাপ-বেজির বন্ধুত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তখন গুইসাপের ভেতরে জ্বলে উঠল ঈর্ষার আগুন। কারণ তার ধারণা এই সাপ এবং বেজির ঠিক মাঝামাঝি রূপটাই তার। সাপের গায়ের মতো তার কালচে-হলদেটে রং এবং গায়ে কোনো লোম নেই, প্রায় সাপেরই মতো শরীর। আবার বেজির মতো তার চারটি পাও আছে এবং সে জলে-স্থলে সমানে চলতে সক্ষম। সে মনে মনে ভাবে শক্তি বিবেচনায় কুমিরের পরেই তার স্থান। কাজেই সাপ অথবা বেজি উভয়েরই উচিত গুইসাপের সাথে সম্পর্ক রেখে চলা। তা না করে সাপ এবং বেজি উভয়ই গুইসাপকে টিকটিকির জাত ভেবে এড়িয়ে চলে।

একদিন দুপুরে বেজি গর্তে ফিরলে গুইসাপ এগিয়ে এলো গল্প করতে। সারাদিন ওত পেতে থেকেও কোনো খাবার না পেয়ে বেজি খুব মন খারাপ করেই গর্তে ফিরেছিল। তারপরও গুইসাপ এসে গল্প করতে চাইলে সে ফিরিয়ে দিতে পারল না। ফিরিয়ে দিতে না পারার কারণ হচ্ছে যে, গুইসাপ এসে গোখরের প্রশংসা এবং তাদের বন্ধুত্বের প্রশংসা দিয়ে আলাপ শুরু করেছিল। প্রিয়জনের প্রশংসা সবাই শুনতে চায়। গুইসাপ বললো,

- আচ্ছা বেজি ভাই, তোমার আর গোখরোর মধ্যে এমন গভীর প্রেম কীভাবে সম্ভব হলো? তোমার স্বজাতের কেউ ছিল না? নাকি স্বজাতের উপরে কোনোভাবে বিরক্ত?

- গোখরোর সাথে পরিচয় এই গ্রামেরই এক বাড়ির মুরগির খোপে। গোখরো আগেই ঢুকেছিল। ঢুকেছিল ছোট্ট একটি ছিদ্র দিয়ে। ঢুকে দুটি ডিম খেয়েছিল। ঐ একই খোপে যে হাঁস ছিল সেটা ও জানত না। মুরগির ডিম ভেবে ও হাঁসের ডিম খেয়ে ফেলেছিল। এই জন্য ফেরার সময় ঐ ছিদ্রে আটকে গেছিল।

- তারপর?

- তারপর আর কী? গোখরের ছটফটানিতে হাঁস-মুরগিও ছটফট করছিল। আমিও খোপের দরজায় দাঁড়িয়েছি ওদের চিৎকারও শুরু হয়েছে। ব্যস বাড়ির কর্তা এসে আমাকে দিলো দৌড়ানি। আমাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে গেল। খোপের দরজা বন্ধ দেখেও আমার পিছে ওরা দৌড়ালো। আমি পালিয়ে এসে অপেক্ষায় ছিলাম আমার আগে কে গেল সেটা দেখার জন্য। যাইহোক ভোরে দেখি গোখরো হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরছে। আমায় দেখে হেসে বললো, শুধু তোমার জন্য আজ প্রাণে বেঁচে গেলাম। গত বছর আমার জোড়ের পুরুষটি এই খোপেই মরেছিল। আজ আমিও প্রায় গেছিলাম। শুধু তোমার জন্য প্রাণ ফিরে পেলামগো। আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু। তুমি বা তোমার জাতের কাউকেই আমি কাটব না। কারো পরেই খেপবো না। ওর বিনয়ে মুগ্ধ হয়ে ওকে আমার গর্তে এনেছিলাম। তারপর থেকে এক সাথে আছি। আমাদের কোনোদিন ঝগড়া হয়নি। আমি যা বলি ও এক কথায় মেনে নেয়। ওর কথাও আমি ফেলি না। আমাদের ভালোই চলছে।

- হুম ভালো যে চলছে সে এই বনের সবাই জানে। গোখরো আসলেই খুব ভালো। সাপ আমি আরও দেখেছি তবে তোমার গোখরের মতো সুন্দর কেউ নয়। বনের সবাইতো বলছে সাপে-নেউলে বাগধারাটার অর্থই পাল্টে দিলে তোমরা। তবে একটি বিষয় কি জানো, সাপের চলনটা যেন কেমন! এঁকেবেঁকে চলে। ও যদি সোজা চলতে পারত তবে আরও সুন্দর হতো। একথা অবশ্য শুধু আমার না, জঙ্গলের অনেকেই এ কথা বলে। তুমি যখন চলো, একেবারে মিলিটারি প্যারেডের মতো সোজা চলো। কিন্তু তোমার সঙ্গীর এরূপ চলন তোমার সাথে কেন যেন বেমানান। তবে যেহেতু তুমি মেনে নিয়েছ। এ নিয়ে আর আপত্তি করে লাভ কী? তাই-না?

গুইসাপ গল্প করে চলে গেলে বেজির মনেও একই প্রশ্ন জেগে উঠলো। সত্যিইতো গোখরের সব সুন্দর শুধু চলনে সামান্য ত্রুটি-এঁকেবেঁকে চলে। যাইহোক খাবারের ব্যবস্থা না করতে পারায় মন যতটা খারাপ ছিল গুইসাপের কথাতে মনটা আরও খারাপ হলো। গোখরো গর্তে ফিরলে বেজি শুধু পায়চারি করছিল তাকে ঘিরে। আজ গোখরোও কিছু পায়নি তারও মন খারাপ। গোখরো বেজিকে জিজ্ঞাসা করল

- কী হয়েছে? মন খারাপ কেন?

- আজ তোমার জন্য কিচ্ছু আনতে পারিনি।

- কী আর করা। আমরা আবার বের হব।

- আচ্ছা, তোমায় একটা কথা বলব?

- বলো।

- তুমি দেখতে অনেক সুন্দর, অন্যদের মতো তুমি কথা বেশি বলো না। ফিসফিস করে দু-চারটি কথাতেই তোমার দিন চলে যায়। চিৎকার করে সমস্ত জঙ্গল মাথায় তোল না। তোমার গায়ের রঙটাও চমৎকার। শুধু তোমার চলনে সামান্য সমস্যা।

- সমস্যা। কিসের সমস্যা?

- না মানে আমরা অধিকাংশই যখন সোজা চলি। তুমি চলো এঁকেবেঁকে। তোমার চলাটা যদি সোজা হতো তাহলে তোমার সৌন্দর্য্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেত। তুমি ভেবনা এটা শুধু আমার কথা। এখানকার অনেকেই এ কথা বলে।

- আমার চলা খারাপ? এই দীর্ঘদিনে তুমি আমার চলার ভঙ্গিতে সমস্যা পেলে? নাকি পেটে খাবার নেই তাই মাথা খারাপ।

- তোমার চলাটা ভালো করা উচিত মনে করলাম। তাই বললাম। জঙ্গলে আমারতো একটা সম্মান আছে।

- আমার চলন যেমন দেখছ তেমনই থাকবে। সোজা চলা আমাদের সম্ভব না। এটাই আমাদের সর্প জাতের সৌন্দর্য, এটাই আমাদের গর্ব, এটাই আমাদের অহংকার। তুমি মানতে না পারলে কিচ্ছু করার নেই।

তারপর গোখরো বেরিয়ে গেল। বেজি কিছু না বলে অভিমানে গর্তেই থেকে গেল। পরদিন ভোরে গুইসাপ এসে বেজিকে ডাকলো

- বেজি, তোমার বন্ধু কোথায়?

(২২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

স্বপ্ন দেখি

মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম তালুকদার

স্বপ্ন দেখি সুন্দর আগামীর
শিক্ষা নেই সোনালী অতীতের
স্বপ্ন দেখি সবুজ শ্যামলিমার
স্বপ্ন দেখি উজ্জ্বল সূর্যোদয়ের
স্বপ্ন দেখি সফল সূর্যাস্তের
স্বপ্ন দেখি গুণবতী রমনীর
স্বপ্ন দেখি মমতাময়ী জননীর
স্বপ্ন দেখি অসীম নীলিমার
স্বপ্ন দেখি কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতের
স্বপ্ন দেখি বাংলা বর্ণমালার
স্বপ্ন দেখি লাল সবুজ বাংলাদেশের।

কবি: পরিচালক,
টাকা জাদুঘর, প্র. কা

সত্য খোদা

মোঃ মোখলেছুর রহমান

উত্তমের দুই পৃথিবী দেখেছি
দেখেছি মনে না থাকা অসংখ্য সিনেমা-নাটক।
দেখেছি জীবন কাব্যের গদ্য-পদ্যের এপিঠ-ওপিঠ।
পিতা-মাতার স্নেহ, পত্নীর ভালোবাসা, প্রেমিকার অবাধ
অবৈধ আবেগ,
টাকা, সবই তোকে ঘিরে।
আমি, আমরা, জাম কাঠের বাক্স।
টাকা, তুইই সব।

টাকা, তুই মানিস বা না জানিস
সমস্ত দেবদেবী, ধর্ম অঙ্গুলের বিধাতার পেছনে
আমরা মানুষ তোকেই প্রভু মানি।
তুইই সব, তুইই রব।

আমি অবাক বিস্ময়ে ভাবি,
মানুষ সৃষ্ট কাগজ আজ মানুষেরই প্রভু
মানুষ আজ তার সৃষ্টির গোলাম।
আমি অবাক হলাম।

যার টাকা নেই, তার খোদা নেই
নেই ধর্ম, নেই পূণ্য কামাবার পথ
মসজিদ-মন্দির-গির্জার চুন-সুরকির মাঝে গরিব নেই
গরিব কোথাও থাকেনা, থাকতেও পারেনা।

ওহে, মানুষ সৃষ্ট প্রভু
প্রভুর প্রভুত্ব প্রভুর অজানা।
হাতির মতো টাকাও জানে না কতটা বিশাল সে!
যদি তুমি জানতে, যদি তুমি বুঝতে, টাকা!!

ক্ষমা কর সত্য খোদা,
প্রলয় আনতে তুমি হতে বাধ্য।
শিরক বধে তুমি এনেছ ধর্ম রোধে অধর্ম
আজ মুছেছে কিছু সত্য বটে
তবে আজও কেন তোমারই সৃষ্ট হৃদয়গুলোতে পাওনি
ঠাঁই?
হায়! আসল ইবলিশ ভুলে ছুটছো অযথায়।

খোদা, তোমারই সৃষ্টি তার সৃষ্টির প্রেমে মগ্ন
আমি বান্দা অতি নগণ্য
তোমায় ভুলিতে না চাই।
নেই টাকা, তাই ভেবোনা সান্ত্বনা জপছি নিজে
পৃথিবীর খোদা আমার কাছে নেই
গরিব বলে তুমিও নেই
বিশ্বাস মরে রেখেছে জীবিত
অসহায় গরিব আমি
তাই স্রষ্টার কাছে ভিক্ষা চাই।

কাগজের রব রয়েছে ধনীদের দলে।
সত্য খোদা, কৃপা কর
শুধু একটাই প্রার্থনা তোমার দরবারে,
কভু যেওনা আমাদের ভুলে।
প্রভু, মানুষের মাঝে গরিব নিকৃষ্ট
গরিব বড় অসহায়।

কবি: অতিরিক্ত পরিচালক, সিইইউ, প্র. কা

বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারে নতুন সংগ্রহ

বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারে ব্যবহারকারীদের চাহিদা মোতাবেক নিয়মিত বই/সাময়িকী/অন্যান্য পাঠ সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়। সম্প্রতি সংগৃহীত বই/সাময়িকী অন্যান্য পাঠ সামগ্রীর একটি তালিকা পাঠকদের জন্য দেয়া হলো।

ভাসানীচরিত: মওলানা ভাসানীর পূর্ণাঙ্গ জীবনী
- সৈয়দ আবুল মকসুদ
- প্রথমা প্রকাশন
- ২০২৪

প্লাবনভূমির মহাকাব্যঃ পলাশী থেকে পাকিস্তান
- মহিউদ্দিন আহমদ
- প্রথমা প্রকাশন
- ২০২৪

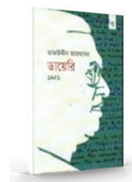

তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি ১৯৫১
- তাজউদ্দীন আহমদ
- প্রথমা প্রকাশন
- ২০২৪

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও জনমুক্তির প্রশ্ন
- সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
- প্রথমা প্রকাশন
- ২০২৫

শাহাদুজ্জামান রচনাসমগ্র ৫
- শাহাদুজ্জামান
- পাঠক সমাবেশ
- ২০২৫

দিওয়ানে শামসে তাবরিযি
- জালালুদ্দীন রুমী
- পাঠক সমাবেশ
- ২০২৩

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বৈদেশিক বিনিময় ও অর্থায়ন
- এম এ মাসুম
- মাওলা ব্রাদার্স
- ২০২৫

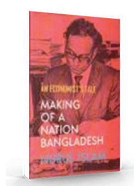

Making of a Nation Bangladesh: An Economist's Tale
- Nurul Islam
-University Press Limited (UPL)
- 2024

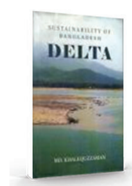

Sustainability of Bangladesh Delta
- Md. Khalequzzaman
- The University Press
- 2024

Legacies of Civil Society Organizations on Socio -Economic Change: 50 Years of Bangladesh's Independence
- CSO Alliance
- The University Press
- 2024

Rajshahi Krishi Unnayan Bank Annual Report 2022-23
- Rajshahi Krishi Unnayan Bank
- Rajshahi, 2024
- Availability: Hardcopy & Softcopy

Flow of External Resources into Bangladesh (As of 30 June 2024)
- Ministry of Finance
- Dhaka, 2025
- Availability: Hardcopy

সাপও সোজা হয়

(২০ পৃষ্ঠার পর)

- জানি না। কাল রাতে ফিরেনি।

- গিয়ে দেখ রাস্তায় কেমন টানটান সোজা হয়ে শুয়ে আছে।

গুইসাপ ও বেজি গিয়ে দেখে সত্যিই রাস্তার প্রস্থ বরাবর টানটান সোজা হয়ে শুয়ে আছে তার গোখরো। আর তার উপর দিয়ে সাইকেল-ভ্যান চলে যাচ্ছে। কী নির্মম দৃশ্য! বেজি গোখরের এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ জানতে আড়াল থেকে উপস্থিত মানুষের বক্তব্য শুনছিল। মানুষের বক্তব্য হতে যেটা জানা গেল যে, গতরাতে কারো গোয়ালে ঢুকেছিল সাপটি। তাদের ধারণা গাভীর দুধ খেতেই ঢুকেছিল সাপটি। তাকে দুধরাজ সাপ ভেবে মেরে ফেলেছে। মেরেও শখ মেটেনি। মরা দেহটিকেও কিছুক্ষণ পিটিয়ে এনে রাস্তায় ফেলে রেখেছে। যেন গাড়ির চাকায়-চাকায় দেহাবশেষ মিলিয়ে যায়। গুইসাপ বুঝালো যে, সাপকে সবাই শুধু ভয়ই পায় না প্রচণ্ড ঘৃণাও করে। সাপের প্রতি সবার এতো ঘৃণা যে, শুধু মেরে ফেলে রাগ কমে না, মরার পরেও দু'ঘা দেয়। আর এই গোখরোকে ধুলোয় মিশিয়ে ছেড়েছে। তারপর গুইসাপের কুম্ভিরাশ্রু দেখে বেজির শোক যেন কয়েকগুণ বেড়ে গেল। বেজি বললো

- আচ্ছা গুই, গতকালও গোখরো বলেছিল সোজা হওয়া ওর পক্ষে সম্ভব না। আঁকাবাঁকা চলাটাই নাকি ওদের অহংকার। অথচ দেখ, আজ সোজাতো হয়েছেই যেন লৌহদণ্ডের মতো সোজা হয়ে গেছে।

- হুম, সোজা সবাই হয়। মরলে সবাই সোজা। মরলে সাপও সোজা হয়।

সাপের প্রতি মানুষের তীব্র ভয় এবং ঘৃণা দেখে বেজি ভাবলো সঙ্গ খারাপ হলে সেও মনুষ্যরোষে পড়ে যাবে। সেই থেকে সাপ-বেজি আজন্ম শত্রুতে পরিণত হলো এবং সাপে-নেউলে বাগধারা স্থায়ী হলো।

■ *লেখক: যুগ্ম পরিচালক, খুলনা অফিস*

ডিবিআই-৫ এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৫ এর পরিচালক মোঃ জসিম উদ্দীন খান ও অতিরিক্ত পরিচালক রিয়াজ মোঃ জাহিদুল আলমের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কমর্চারীর উদ্যোগে ১৭ মার্চ ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক আবু হেনা হুমায়ুন কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ ওছমান গণি। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিদের ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

সচিব বিভাগে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের সচিব বিভাগের পরিচালক সেলিনা আক্তার খাতুনের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ২৩ মার্চ ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম খান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ মনির উজ্জামান। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

ইএমডি-২ এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-২ এর পরিচালক মোঃ ছাইফুল ইসলামের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কমর্চারীর উদ্যোগে ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ জাবেদ আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক শেখ জাহাঙ্গীর হোসেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মোঃ আব্দুল জলিল। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

ডিওএসে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ আতাউর রহমানের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ২৩ মার্চ ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ কামরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মোঃ বায়েজীদ সরকার ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ আব্দুল মান্নান। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

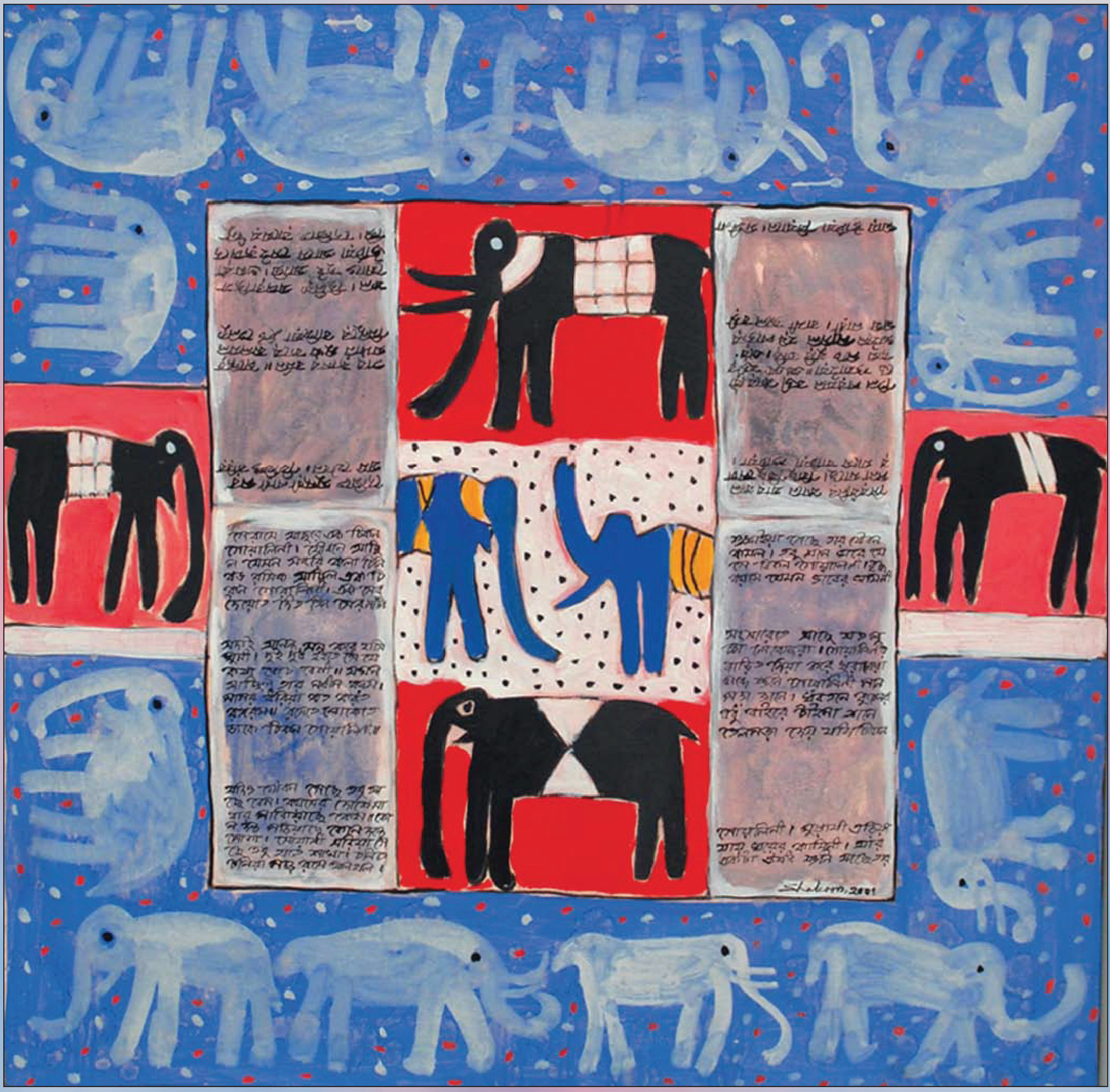

চিরায়ত
শিল্পী: আবদুস শাকুর শাহ
মাধ্যম: অ্যাক্রেলিক

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর পরিচালক (এক্স-ক্যাডার প্রকাশনা) সাঈদা খানম কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন: ৯৫৩০৩০০; ই-মেইল : sayeda.khanam@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণেঃ জামান প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ৪১-৪২, ইসলামপুর রোড (আদিল কমপ্লেক্স), ঢাকা-১১০০।